প্রতিটি প্রশ্নের মান—২

গণপরিষদ কী?

উত্তর ঃ গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান সেই দেশের জনগণের দ্বারা রচিত হওয়া উচিত। দেশের জনগণের সংবিধান রচনার দায়িত্ব যারা সম্পাদন করেন সম্মিলিত ভাবে তাদের গণপরিষদ বলা হয়। এক কথায়, গণপরিষদ হল সেই সংস্থা যার ওপর ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এই পরিষদ স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপরেখা প্রস্তুত করে।

গণ পরিষদের প্রথম সভা কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ গণ পরিষদের প্রথম সভা ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

কে, কত সালে গণপরিষদে "উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব" সমূহ উত্থাপন করেছিলেন?

উত্তর ঃ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৪৬ সালে ১৩ই ডিসেম্বর গণ পরিষদে "উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব" সমূহ উত্থাপন করেছিলেন।

প্রস্তাবনার দুটি তাৎপর্য লেখ।

উত্তর ঃ প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এর আইনগত মূল্য নেই সত্য, তবে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য হল—(ক) প্রস্তাবনাই সংবিধানের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে ধারণা দেয়, (খ) সংবিধানের মূল অংশের কোনো শব্দের বা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট না থাকলে প্রস্তাবনার সাহায্যে তা পরিষ্কার করে নেওয়া যায়।

বর্তমানে ভারতে কতগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে?

উত্তর ঃ বর্তমানে ভারতে ২৯টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে।

ভারতের সংবিধান গৃহীত ও কার্যকর হওয়ার সাল ও তারিখগুলি লেখ।

উত্তর ঃ ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ সালে ২৬ নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারী কার্যকর হয়।

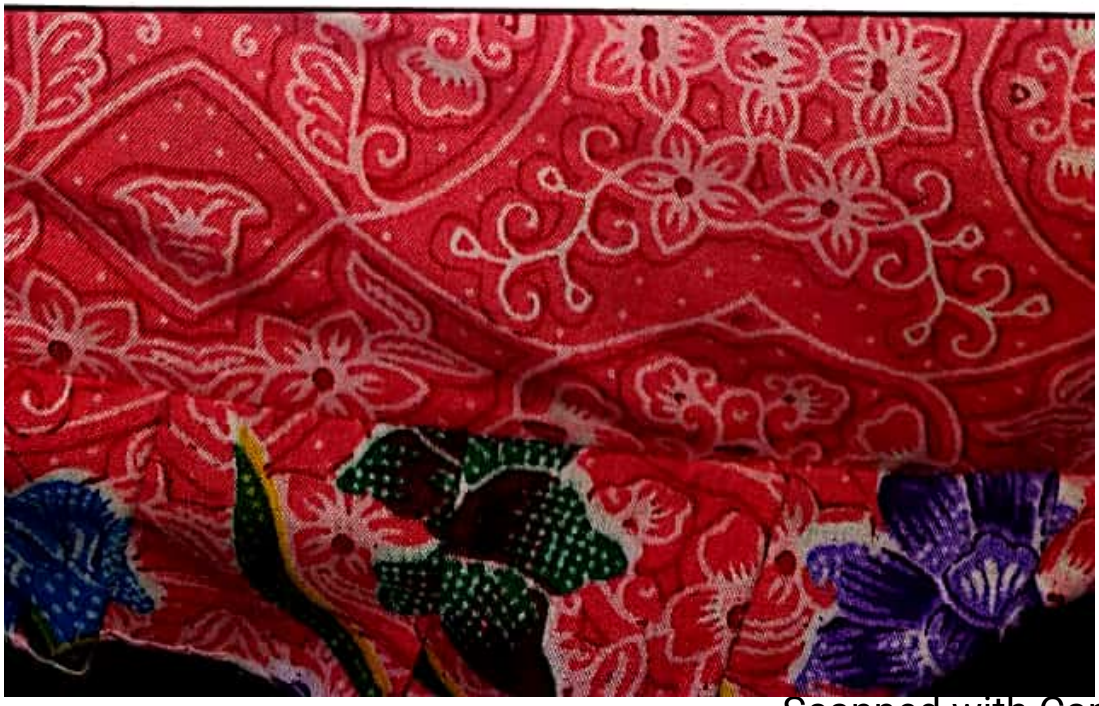

Scanned with CamScanner

প্র মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝ?

উত্তর : মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা বা অগ্রাধিকার একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে অধিকার অপরিহার্য, যে অধিকার রাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত, যে অধিকার শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত তাকে মৌলিক অধিকার বলে। এ প্রসঙ্গে দুর্গাদাস বসু বলেছেন, মৌলিক অধিকার হল সেই সমস্ত অধিকার যা দেশের লিখিত সংবিধান দ্বারা রক্ষিত ও সুনিশ্চিত।

প্র ভারতীয় সংবিধানের মৌল কাঠামোগুলি কী?

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানের বিশেষজ্ঞ ডঃ দুর্গাদাস বসুর মতে, মৌলিক কাঠামোগুলি হল—(১) সংবিধানের প্রাধান্য (২) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও ৩২ নং ধারা (৩) ধর্মনিরপেক্ষতা, (৪) সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য মৌলিক অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইত্যাদি।

প্র 'ধর্মনিরপেক্ষতার' অর্থ কী?

উত্তর : ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তথা রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার সঙ্গে ধর্মীয় বিবেচনা যুক্ত থাকে না। কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি রাষ্ট্র আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শন করে না বা রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মমত প্রচার করে না। তাই ভারতীয় অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম বিরোধিতা অথবা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা নয়।

প্র ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুটি অভিনব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

উত্তর : ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দুটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল :—

(i) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল দু-ধরনের সরকারের উপস্থিতি একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং আর একটি রাজ্যগুলির সরকার।

(ii) সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন হল ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

প্র অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সংবিধানের ১৬৩নং ধারায় বলা হয়েছে রাজ্যপাল মন্ত্রীসভার পরামর্শ ছাড়াই যে সব ক্ষমতা প্রয়োগ করেন সেগুলি তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অর্ন্তগত। তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা নিয়েও কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না। সংবিধানে তপশিলে উল্লেখিত কিছু 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে রাজ্যপালের 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' প্রয়োগের অবকাশ আছে। যেমন—মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ ও অপসারণ, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া, রাজ্যের সাংবিধানিক অচলাবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

ভারতীয় দুটি মৌলিক কর্তব্য লেখ।

উত্তর : (১) সংবিধান মান্য করা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। (২) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি সমর্থন ও রক্ষা করা।

প্রস্তাবনায় উল্লেখিত সমাজতন্ত্র শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর : ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনে ভারতের সংবিধানে সমাজতন্ত্র শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে। সমাজতন্ত্র বলতে এখানে মিশ্র অর্থনীতি বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। এই সমাজতন্ত্র মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নয়।

হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগের যোগ্যতা গুলি কি?

উত্তর : (১) প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, (২) অ্যাডভোকেট হিসাবে কোনো হাইকোর্টে কমপক্ষে ১২ বছর অভিজ্ঞতা, অথবা (৩) ভারতের বিচার বিভাগের কোন পদে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ভারতের সংবিধানের প্রথম সংশোধন কত সালে হয়েছিল এবং এই সংশোধনের মাধ্যমে কোনো তপশিল যুক্ত করা হয়েছিল?

উত্তর : ভারতের সংবিধানের প্রথম সংশোধন ১৯৫১ সালে হয়েছিল এবং এই সংশোধনের মাধ্যমে নবম তফশিল যুক্ত করা হয়েছিল।

ভারতের রাষ্ট্রপতির 'পকেট ভেটো' কী?

উত্তর : ভারতীয় সংসদে কোনো বিল পাস হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। কত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে সম্মতি জানাতে হবে সংবিধানে সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। রাষ্ট্রপতি কোনো বিলকে বাতিল না করে বা সংসদের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত না পাঠিয়ে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে রাখতে পারেন। একেই রাষ্ট্রপতির 'পকেট ভেটো' বলে।

সুপ্রীম কোর্টকে কেন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলা হয়?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুপ্রীম কোর্টকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলার কারণ—এই আদালতের মাধ্যমে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করা, সংবিধানের ব্যাখ্যা, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিবাদের মীমাংসা প্রভৃতি কাজগুলি করতে পারে।

সংরক্ষণমূলক বৈষম্য বলতে কী বোঝ?

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানে ১৪-১৮ নং ধারায় সাম্যের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখানে ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। কিন্তু সংবিধানের মধ্যে এই সাম্য-নীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তফশিলি জাতি ও তফশিলি

Scanned with CamScanner

উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয়সহ সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর অন্যান্য শ্রেণী, স্ত্রীলোক ও শিশুদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে তাকে 'বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ' বলা হয়।

নির্বাচনী সংস্কারের জন্য তোমার দুটি সুপারিশ কী হবে?

উত্তর ঃ নির্বাচনী সংস্কারের জন্য দুটি সুপারিশ হলো—
(ক) দেশের সমস্ত নির্বাচন কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের সাহায্যে নির্বাচন পরিচালনা। (খ) পঞ্চায়েত স্তর থেকে লোকসভা স্তর পর্যন্ত অভিন্ন ভোটার তালিকা তৈরী এবং ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান।

গণ পরিষদ কি গণতান্ত্রিক প্রকৃতির ছিল?

উত্তর ঃ গণ পরিষদ গণতান্ত্রিক প্রকৃতির ছিল না কারণ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এর সদস্যরা নির্বাচিত হননি।

সংবিধানের কোন্ অংশ এবং কোন্ ধারায় মৌলিক কর্তব্যগুলির উল্লেখ আছে?

উত্তর ঃ সংবিধানে ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংশোধনীতে ৫১(ক) নং ধারায় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কর্তব্যগুলির উল্লেখ আছে।

কোন্ সালে এবং সংবিধানের কোন্ সংশোধনী আইন দ্বারা 'ধর্ম নিরপেক্ষ' কথাটি প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

উত্তর ঃ ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন দ্বারা 'ধর্ম নিরপেক্ষ' কথাটি প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রাজ্য ও যুগ্ম তালিকার প্রতিটি থেকে দুটি বিষয়ের উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ রাজ্য তালিকাভুক্ত দুটি বিষয় হলো—ভূমি রাজস্ব এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। যুগ্ম-তালিকাভুক্ত দুটি বিষয় হলো—শিক্ষা এবং সংবাদপত্র।

রাজ্যপালের একটি বিশেষাধিকারের উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ রাজ্যপালের একটি বিশেষাধিকার হল—স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা।

কে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটিকে সংবিধানের আত্মা বলে বিবেচনা করেছিলেন?

উত্তর ঃ ডঃ বি. আর. আম্বেদকর সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটিকে সংবিধানের আত্মা বলে বিবেচনা করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের যে কোনো একটি কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ সংবিধান ভঙ্গের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যায়।

সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত দুটি বিষয়ের নাম লেখ।

উত্তর ঃ সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত দুটি বিষয় হলো—(১) আইনগত

Scanned with CamScanner

অধিকারের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্যের বিরোধ এবং (২) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ প্রভৃতি।

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা কত এবং সংবিধানের কোন ধারায় নির্বাচন কমিশনের কথা বলা আছে?

উত্তর : বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা ৩ জন এবং সংবিধানের ৩২৪ নং ধারায় কমিশনের কথা বলা আছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির দুটি সীমাবদ্ধতা নির্দেশ কর।

উত্তর : নির্দেশমূলক নীতির দুটি সীমাবদ্ধতা হল—

(i) রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কেবলমাত্র প্রয়োগ করা যাবে না; শুধু তাই নয়, এগুলি আদালতগ্রাহ্য নয় এ-কারণে এগুলির স্থান মৌলিক অধিকারের নীচে।

(ii) অধ্যাপক হুইয়ার (Wheare) এর মতে বলা যায় যে, সংবিধানের বক্তব্যকে সঠিক অর্থে ধরলে দেখা যাবে যে, নির্দেশাত্মক নীতি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কতকগুলি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে।

প্রশাসনিক সম্পর্কের বিষয়ে সারকারিয়া কমিশনের দুটি সুপারিশ উল্লেখ কর।

উত্তর : প্রশাসনিক সম্পর্কের বিষয়ে সারকারিয়া কমিশনের দুটি সুপারিশ হল—(১) অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা। (২) কোম্পানী করের একাংশ রাজ্যের হাতে অর্পণ করা।

কোনো ব্যক্তি পার্লামেন্টের সদস্য না হয়েও প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন কি?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি পার্লামেন্টের সদস্য না হয়েও প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে পার্লামেন্টের রাজ্যসভা কিংবা লোকসভা থেকে ৬ মাসের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে, তা না হলে তিনি ঐ পদে আর থাকতে পারবেন না।

লোকসভা কীভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা বর্তমানে ৫৪৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত। সাম্প্রতিককালে ২০০১ সালে ৮৪ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে লোকসভার সদস্য সংখ্যা ২০২৬ সাল পর্যন্ত সর্বাধিক ৫৫২ এর মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে লোকসভার অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে ৫৩০ জন প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে ১৩ জন প্রতিনিধি রয়েছেন। এ ছাড়া ২ জন ইঙ্গ ভারতীয় সদস্যকে রাষ্ট্রপতি লোকসভায় মনোনীত করেন।

তুমি কি মনে করো যে, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিগুলি যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে দুটি কারণ দেখাও।

উত্তর : ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির

Scanned with CamScanner

বিরোধী বলে মনে হয়। তার কারণ হল—

(১) নতুন রাজ্য গঠন, রাজ্য পুর্নগঠন, পুরাতন রাজ্যের নাম ও সীমানা পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট বা সংসদ করতে পারে।

(২) আবার রাজ্য বিধানসভা রাজ্যের বিধান পরিষদ গঠন বা বিলোপের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে সংসদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করতে পারে। তবে সংসদ এই অনুরোধ নাও রাখতে পারে।

ভারতের সংবিধানের ২৪৯নং ধারায় কী বলা হয়েছে?

উত্তর : সংবিধানের ২৪৯নং ধারায় বলা হয়েছে, রাজ্যসভা যদি মনে করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তবে সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে। রাজ্যসভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাব গৃহীত হলে সংসদ রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নে অগ্রসর হতে পারে।

সংসদে 'জাতীয় জরুরী অবস্থার ঘোষণা কীভাবে অনুমোদিত হয়?

উত্তর : 'জাতীয় জরুরী অবস্থার ঘোষণা সংসদের উভয় কক্ষে পৃথকভাবে এক মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে। তার জন্য প্রত্যেক কক্ষে মোট সদস্যের অর্ধেক এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাগবে। এইভাবে অনুমোদিত না হলে এই ঘোষণা একমাস পরে বাতিল হয়ে যাবে।

মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য হাইকোর্ট কী কী লেখ জারী করতে পারে?

উত্তর : হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের মতো মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারী করতে পারে। তাই সংবিধানের ২২৬ নং ধারা অনুসারে হাইকোর্টও মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ লেখ জারী করতে পারে।

ভারতের সংরক্ষণ নীতির দুটি মূল লক্ষ্য উল্লেখ কর।

উত্তর : ভারতের সংরক্ষণ নীতির দুটি মূল লক্ষ্য হল—

(i) অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর মানুষদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। যাতে তারা সমাজের মূল প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশগ্রহণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

(ii) দুর্বলতর শ্রেণী হিসাবে সংবিধানে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক অবিচার ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা।

ভারতে কোনো একটি অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালকে কে নিয়োগ করেন? কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন?

উত্তর : ভারতের কোনো একটি অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন।

Scanned with CamScanner

সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন।

রাজ্যপালের মোট সদস্য সংখ্যা কত? ভারতে রাষ্ট্রপতি সেখানে কতজনকে মনোনীত করেন?

উত্তর : ভারতের সংবিধানের ৮০ নং ধারা অনুসারে মোট ২৫০ জন সদস্য। এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করেন।

ভারতে নির্বাচন কমিশনের অধীনে কত জন আঞ্চলিক কমিশনার আছেন? ভারতের সংবিধানের কত নং ধারায় 'সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার' স্বীকার করা হয়েছে?

উত্তর : ভারতের নির্বাচন কমিশনের অধীনে ৬ জন আঞ্চলিক কমিশনার আছেন। ভারতের সংবিধানে ৩২৬ নং ধারায় সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

ভারতে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কে নিয়োগ করেন?

উত্তর : ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন।

১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় কী কী পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে?

উত্তর : ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'সংহতি' এই শব্দগুলিকে সংযোজিত করা হয়েছে।

অর্থ কমিশন কীভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানের ২৮০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার দুবছরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি একটি অর্থ কমিশন গঠন করেন এবং এর পরে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি করে অর্থ কমিশন গঠন করেন। একজন সভাপতি এবং চারজন সদস্য নিয়ে অর্থ কমিশন গঠিত হয়। অর্থ কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতা কী হবে এবং তারা কীভাবে মনোনীত হবেন সে বিষয়ে ভারতীয় সংসদকে আইন তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

হাইকোর্টের বিচারপতিদের কীভাবে পদচ্যুত করা যায়?

উত্তর : হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারপতিদের পদচ্যুত করার পদ্ধতি সুপ্রীম কোর্টের মতোই। অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিকে পদচ্যুত করতে পারেন। পদচ্যুতির প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের ২/৩ অংশের সমর্থনে পাস হলে রাষ্ট্রপতি উক্ত বিচারপতিকে পদচ্যুত করতে পারেন।

ভারতের সংবিধানের 'খসড়া কমিটি'র সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : ভারতের সংবিধানের 'খসড়া কমিটি'র সভাপতি ছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক শান্তি বিধানের সাথে সম্পর্কিত দুটি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ কর।

উত্তর : আন্তর্জাতিক শান্তি বিধানের সাথে সম্পর্কিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল—

(i)রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবে। (ii) রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। (iii) জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন। (iv) সালিশীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ।

ভারতে আন্তঃরাজ্য পরিষদ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানে ২৬৩ নং ধারা অনুযায়ী, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারেন। এই পরিষদের কাজ হবে রাজ্যগুলির এবং কেন্দ্রের সাধারণ স্বার্থ জড়িয়ে আছে এমন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি অনুসৃত বিভিন্ন নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতিকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা ইত্যাদি।

ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাগুলি কী কী?

উত্তর : ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাগুলি হল—

(১) অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে; (২) অন্তত ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে; (৩) লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে; (৪) কোনো সরকারী লাভজনক পদে থাকা চলবে না; (৫) ১৯৯৭ সালে প্রণীত একটি আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচন প্রার্থীর নাম অন্তত ৫০ জন নির্বাচক কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ৫০ জন নির্বাচক কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে।

রাজ্য আইনসভার কোনো বিল অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল এর নিকট প্রেরিত হলে তিনি কী ব্যবস্থা নিতে পারেন?

উত্তর : রাজ্য আইনসভার কোনো বিল অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হলে তিনি যেসব ব্যবস্থা নিতে পারেন। সেগুলি হল—(১) রাজ্যপাল বিলে সম্মতি দিতে পারেন বা নাও পারেন; (২) প্রয়োজন হলে পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে আইনসভার কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন; (৩) বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিয়ে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন।

নির্বাচনী সংস্কার সম্পর্কিত ভেঙ্কট চেল্লাইয়া কমিশনের দুটি সুপারিশ উল্লেখ কর।

উত্তর : নির্বাচনী সংস্কার সম্পর্কিত ভেঙ্কটকে চেল্লাইয়া কমিশনের দুটি সুপারিশ হল—(১)

Scanned with CamScanner

পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে লোকসভা স্তর পর্যন্ত অভিন্ন ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটদাতাদের পরিচয়পত্র প্রদান, (২) দেশের যে কোনো নির্বাচনে দেশের সব নির্বাচনী কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটযন্ত্রের প্রবর্তন।

ভারতের সংবিধানে কয়টি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে?

উত্তর : ভারতের সংবিধানে ছটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে (সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার এবং সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার)।

কত সালে ভারতে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রণীত হয়?

উত্তর : ১৯৮৫ সালে ভারতে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রণীত হয়।

ভারতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ করেন কে? ভারতের বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এর নাম কী?

উত্তর : ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন।
ভারতের বর্তমান (২০১২) মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নাম এস. ওয়াই. কুরেশি।

ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিদেশী সংবিধান ও মতবাদের প্রভাব কতটা?

উত্তর : ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিদেশী সংবিধান ও মতবাদের প্রভাব যথেষ্ট আছে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অধিকারের সনদ', মানবাধিকার সংক্রান্ত ফ্রান্সের ঘোষণা, আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব ইত্যাদি।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে "অবশিষ্ট ক্ষমতা" সম্পর্কে সাংবিধানিক অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে "অবশিষ্ট ক্ষমতা" সম্পর্কে সাংবিধানিক অবস্থান হল—ভারতীয় সংবিধানের ২৪৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে সকল বিষয় কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা এই তিনটি তালিকার কোথাও উল্লিখিত হয়নি সে সকল অনুলিখিত বা অবশিষ্ট বিষয়সমূহ কেন্দ্রের হাতে থাকবে। একেই "অবশিষ্ট ক্ষমতা" বলা হয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির পছন্দ সম্পর্কে সাংবিধানিক অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চা বা জোটের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। তবে এ ব্যাপারে সংবিধানের কোথাও সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। যখন কোনো দল

Scanned with CamScanner

বা মোর্চা লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না তখন রাষ্ট্রপতি নিজের পছন্দমতো প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করতে পারেন।

ভারতে 'রাজ্যসভার' সদস্য হওয়ার জন্য কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন?

উত্তর : ভারতে 'রাজ্যসভার' সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হল—(১) অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে; (২) তাকে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে; (৩) যে প্রার্থী যে রাজ্য থেকে প্রার্থী হবেন সেই রাজ্যের ভোটার তালিকায় তার নাম থাকতে হবে; (৪) সংসদ বিভিন্ন সময়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যে যোগ্যতা স্থির করবে প্রার্থীকে সেই যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল কখন "অস্থায়ী আইন" (অর্ডিন্যান্স) জারী করেন?

উত্তর : রাজ্য আইনসভা অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন অবস্থায় রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে, উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী আইন. জারী করা অত্যাবশ্যক, তাহলে তিনি তা করতে পারেন। এরূপ আর্ডিন্যান্স আইনসভা প্রণীত আইনের মতোই কার্যকর হয়।

"দলীয় ব্যবস্থা" বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : "দলীয় ব্যবস্থা" বলতে সাধারণ রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাকে বোঝায়। রাজনৈতিক দল হল এমন এক গোষ্ঠী যার লক্ষ্য ক্ষমতা দখল বা সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে শাসক গোষ্ঠীতে উন্নীত হওয়া। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি মতাদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে এবং দেশের কল্যাণ সাধণের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারী ক্ষমতা দখলের প্রয়াসী হলে ঐ গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তিদের রাজনৈতিক দল বা দলীয় ব্যবস্থা বলে।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার জন্য যোগ্যতাগুলি কী কী?

উত্তর : ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার জন্য যোগ্যতাগুলি হল—(১) ব্যক্তিকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে; (২) ব্যক্তির কোনো হাইকোর্টের বিচারপতি রূপে অন্তত ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; অথবা (৩) ব্যক্তির কোনো হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে অন্তত, ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; অথবা (৪) রাষ্ট্রপতির মতে তাঁকে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে।

কোন্ সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে একটি নতুন মৌলিক কর্তব্য সংযুক্ত হয়েছে এবং এই কর্তব্যটি কী?

উত্তর : ২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে একটি নতুন মৌলিক কর্তব্য সংযুক্ত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

এই কর্তব্যটি হল—৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কর্তব্যটি হল বাবা-মা বা অভিভাবকদের অবশ্য পালনীয় মৌলিক কর্তব্য।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

উত্তর : মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে মূল প্রধান পার্থক্য হল :

(১) মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

(২) মৌলিক অধিকারগুলির প্রকৃতি নেতিবাচক এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রকৃতি ইতিবাচক এবং সমাজতান্ত্রিক।

(৩) মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎযোগ্য করার জন্য আলাদা কোনো আইনের দরকার হয় না কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে বলবৎযোগ্য করার জন্য আলাদা আইনের দরকার হয়।

(৪) মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে বিরোধ বাধলে মৌলিক অধিকারগুলিকেই প্রাধান্য দিতে হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি কার দ্বারা নির্বাচিত হন?

উত্তর : রাষ্ট্রপতি সংসদের লোকসভা ও রাজ্যসভার নির্বাচিত সকল সদস্য এবং অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভার সকল নির্বাচিত সদস্যের দ্বারা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন।

যে সকল কারণে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায় তা উল্লেখ কর।

উত্তর : ভারতের সংবিধানে ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা দেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিদ্রোহ জনিত কারণে সমগ্র ভারত বা ভারতের কোনো অংশের নিরাপত্তা বিপদসঙ্কুল হয়েছে বা হওয়ার আশঙ্কা আছে তাহলে তিনি সমগ্র ভারত বা ভারতের যে কোনো অংশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

ভারতের দলব্যবস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর : ভারতের দলব্যবস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল—

(i) ভারতের দলীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বহুদলীয় ব্যবস্থার উপস্থিতি। (ii) ভারতের দলীয় ব্যবস্থার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আঞ্চলিক দলের উপস্থিতি।

Scanned with CamScanner

মৌলিক অধিকার কীভাবে সংশোধন করা যায়?

উত্তর ঃ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে হলে সংবিধান সংশোধনের দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। তাই সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের প্রতিটি কক্ষের (লোকসভা ও রাজ্যসভা) মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন পেলেই মৌলিক অধিকার সংশোধন করা যায়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি 'ভিটো ক্ষমতা' প্রয়োগ করতে পারেন না?

উত্তর ঃ 'অর্থবিল' ও 'সংবিধান সংশোধনী বিলের' ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি 'ভিটো ক্ষমতা' প্রয়োগ করতে পারেন না।

ভারতীয় সংসদে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা সর্বাধিক কত হতে পারে?

উত্তর ঃ ভারতীয় সংসদে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা রাজ্যসভায় ১২ জন এবং লোকসভায় ২ জন মোট ১৪ জন।

কোন্ সংবিধান (সংশোধন) আইন ভারতীয় দলব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে?

উত্তর ঃ ১৯৮৫ সালে ৫২ তম সংবিধান সংশোধন আইন ভারতীয় দলব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

যে সমস্ত কারণে সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারপতিকে অপসারণ করা যায়, সে কারণগুলি উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ যে সমস্ত কারণে সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারপতিকে অপসারণ করা যায় সে কারণগুলির হল—(ক) একজন বিচারপতি একমাত্র নিজ হাতে লিখিত পদত্যাগ-পত্র পেশ করলে এবং তা গৃহীত হলে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। (খ) সংসদের উভয়কক্ষে সুপ্রীম কোর্টের কোনও বিচারপতির প্রমাণিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতার জন্য তার বিরুদ্ধে অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে সেই বিচারপতি অপসারিত হন। (গ) আবার বিচারকদের বিরুদ্ধে আনীত অপসারণ গরিষ্ঠতা দ্বারা এবং অধিবেশনে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দু-তৃতীয়াংশের দ্বারা যদি গৃহীত হয় তবে রাষ্ট্রপতি বিচারককে অপসারণ করতে পারেন। (ঘ) বিচারপতির বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হলে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই অবসর গ্রহণ করেন।

ভারতে 'লোকসভার' সদস্য হওয়ার জন্য কী কী যোগ্যতার প্রয়োজন?

উত্তর ঃ ভারতে লোকসভার সদস্য হওয়ার জন্য যেসব যোগ্যতার প্রয়োজন সেগুলি হল—(১) ভারতের নাগরিক হতে হবে, (২) কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স হতে হবে, (৩) সংসদ যে সমস্ত যোগ্যতা স্থির করে দেবে তার অধিকারী হতে হবে,

Scanned with CamScanner

(৪) আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিকৃত মস্তিষ্ক বা দেউলিয়া এবং (৫) বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ব্যক্তি সদস্য পদের যোগ্য নন বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন: ভারতের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির উদ্দেশ্যগুলি কী?

উত্তর : ভারতের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির উদ্দেশ্য হলো—(১) জনকল্যাণকারী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা। (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

প্রশ্ন: ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নাম লেখ।

উত্তর : ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

প্রশ্ন: মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা বলতে তুমি কী বোঝ?

উত্তর : সংবিধানের ৭৫(৩) নং ধারা অনুসারে মন্ত্রীসভা তাঁর কাজের জন্য লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। তাই প্রত্যেক মন্ত্রী নিজ দপ্তরের জন্য এবং সম্পূর্ণ মন্ত্রীসভার কাজের জন্য লোকসভার নিকট দায়ী থাকেন। সেইজন্য কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বা সমগ্র মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। একেই 'মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা' বলে।

প্রশ্ন: এমন দুটি বিষয়ের উল্লেখ কর যেখানে লোকসভা অপেক্ষা রাজ্যসভা অধিক ক্ষমতার অধিকারী।

উত্তর : লোকসভা অপেক্ষা রাজ্যসভা যে দুটি অধিক ক্ষমতার অধিকারী তা হল—
(১) সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা অনুসারে রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে যদি এই মর্মে প্রস্তাব অনুমোদিত হয় যে, জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনো আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তাহলে সংসদ সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। (২) সংবিধান অনুসারে উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণের প্রস্তাব কেবলমাত্র রাজ্যসভাতেই উত্থাপন করা যায়।

প্রশ্ন: কোনো জোট সরকারের দুটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।

উত্তর : জোট সরকারের দুটি সীমাবদ্ধতা হল—
(১) দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল নিয়ে জোট সরকার গঠিত হলে মূল দলকে 'ব্ল্যাকমেল' করার সম্ভাবনা থেকে যায়। (২) জোট সরকারের শরিক দল সবসময় নিজের বা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে চলে।

প্রশ্ন: কোন্ দিক থেকে হাইকোর্টের লেখ জারি করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপ ক্ষমতা থেকে পৃথক?

উত্তর : সংবিধানের ২২৬ (১) নং ধারা অনুসারে হাইকোর্ট নাগরিকদের মৌলিক

Scanned with CamScanner

অধিকার সংরক্ষণের জন্য বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি লেখ, নির্দেশ ও আদেশ জারী করতে পারেন। ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমূহের সংরক্ষণ ছাড়াও 'অন্য কোনো উদ্দেশ্যে' হাইকোর্ট ঐসব লেখ নির্দেশ ও আদেশ জারী করতে পারেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতা জারী করতে পারেন না। এই দিক থেকে হাইকোর্টের লেখ জারি করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপ ক্ষমতা থেকে পৃথক।

স্বাধীনতার অধিকার সংবিধানের কোনো কোনো ধারায় আলোচিত হয়েছে?

উত্তর : স্বাধীনতার অধিকার ১৯(১) (ক), ১৯(১) (খ), ১৯(১) (গ), ১৯(১) (ঘ), ১৯(১) (ঙ) ও ১৯(১) (চ) নং ধারায় আলোচিত হয়েছে।

বর্তমানে ভারতের সংবিধানে কটি মৌলিক অধিকার আছে?

উত্তর : বর্তমানে ভারতের সংবিধানে ছয়টি মৌলিক অধিকার আছে।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক দুটি নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ কর।

উত্তর : সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক দুটি নির্দেশমূলক নীতি হলো—

(১) রাষ্ট্র এমনভাবে তার নীতি পরিচালনা করবে যার ফলে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিক জীবিকা অর্জনের অধিকার লাভ করতে পারবে।

(২) উৎপাদনের উপায়গুলি যেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়।

লোকসভার অধ্যক্ষ কীভাবে নির্বাচিত হন?

উত্তর : ভারতে ব্রিটেনের মতো "একদা স্পীকার সবসময়েই স্পীকার" নীতি গৃহীত হয়নি। ফলে এখানে প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের পর দল বা মোর্চা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে অধ্যক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন থাকে।

লোকসভায় ফোরামের জন্য কতজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন?

উত্তর : লোকসভায় ফোরামের জন্য মোট সদস্যের ১/১০ অংশ সদস্যের প্রয়োজন।

অর্থবিল কী?

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানে ১১০ নং ধারায় অর্থবিলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যে কোনো একটি বা একাধিক বিষয়ের উল্লেখ থাকলে তাকেই অর্থবিল বলা হয় যথা— (১) যে কোন কর আরোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করা। (২) সরকার কর্তৃক কোনো ঋণের নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিশ্রুতি দান, অথবা সরকার কর্তৃক গৃহীত বা ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য কোনো আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত কোন আইনের সংশোধন করা ইত্যাদি।

১৯৭৬ সালের ৪২তম (সংবিধান) সংশোধন আইন এর মাধ্যমে প্রস্তাবনা কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে?

১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধন আইন এর মাধ্যমে প্রস্তাবনা 'সমাজতন্ত্র', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি' পরিবর্তন করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

ভারতের দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে এমন দুটি রাজ্যের নাম কর।

উত্তর : ভারতের দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে এমন দুটি রাজ্যের নাম হলো—উত্তরপ্রদেশ ও বিহার।

ভারতের দলব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের দুটি পরিবর্তনের উল্লেখ কর।

উত্তর : ভারতের দলব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের দুটি পরিবর্তন হলো—(১) জোট রাজনীতির উদ্ভব, (২) কর্তৃত্বযুক্ত দলব্যবস্থার অবসান, (৩) আঞ্চলিক দলগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি এবং (৪) রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় এমন দুটি ব্যবস্থার উল্লেখ কর।

উত্তর : সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় এমন দুটি ব্যবস্থা হল—(১) সংসদে বিচারকদের কোনো রায়ের যৌক্তিকতা নিয়ে কোনোরূপ প্রশ্ন তোলা বা আলোচনা করা যায় না (১২১নং ধারা)। (২) সাধারণ অবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের কার্যকালে বেতন, ভাতা ইত্যাদি হ্রাস করা যায় না।

ভারতের সংবিধান সংশোধনের এমন দুটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর, যেখানে রাজ্যগুলি তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে।

উত্তর : ভারতের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি যেগুলি তাদের ভূমিকা পালন করে তা হল—(১) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক। (২) সুপ্রীম কোর্ট ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত বিষয়। (৩) রাজ্যগুলির হাইকোর্ট সংক্রান্ত বিষয়।

নির্বতনমূলক আটক আইন কী?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি অপরাধ মূলক কাজে জড়িত আছে অথবা অপরাধমূলক কাজে জড়িত হতে পারে এই সন্দেহের বা অনুমানের ভিত্তিতে সরকার যে আইনের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করতে পারে, তাকে নির্বতনমূলক আটক আইন বলে।

রাষ্ট্রপতি কখন 'আর্থিক জরুরি অবস্থা' জারি করতে পারেন?

উত্তর : রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন। সংবিধানের ৩৬০নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যদি এই মর্মে 'সন্তুষ্ট' হন যে সমগ্র ভারত বা ভারতের কোনো অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাহলে তিনি এই ঘোষণা করতে পারেন। আর্থিক জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার দু মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের অনুমোদন নিতে হয়। পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে এই আর্থিক জরুরি অবস্থা অনির্দিষ্টকাল যাবৎ জারি করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

কোনো পরিস্থিতিতে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জারি করা যায়?

উত্তর : ৩৫৬নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালের রিপোর্ট অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি যদি জ্ঞাত হন যে, কোনো রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালিত হচ্ছে না, তাহলে তিনি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জারি করতে পারেন।

ভারতীয় সংসদ সদস্যদের দুটি বিশেষাধিকার লেখ।

উত্তর : (i) পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন কোনো সদস্যকে দেওয়ানি মামলার দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না। (ii) পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন পার্লামেন্টের কোনো সদস্যকে জুরি হিসেবে দায়িত্বপালনে বাধ্য করা যায় না। এমনকি, অধিবেশন চলাকালীন অবস্থায় কোনো সদস্যকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে হাজির থাকতে বাধ্য করা যায় না।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : কোনো আইন বা সরকারী সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী হলে তা অসাংবিধানিকতার অভিযোগে অবৈধ ঘোষণার যে অধিকার গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে বিচার-বিভাগের আছে তাকে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার অধিকার বলা হয়।

বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে আদালতের সেই ভূমিকাকে বোঝায় যা আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের কর্মক্ষেত্রের ওপর যথাযথভাবে বিচারবিভাগের প্রাধান্য বিস্তারকে সূচিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের দল ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : পশ্চিমবঙ্গের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) পশ্চিমবঙ্গের দলীয় ব্যবস্থা—বহুদলীয় ব্যবস্থা, (২) পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

ভারতের নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হয়?

উত্তর : সংবিধানের ৩২৪ (২) ধারা অনুসারে একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। তবে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে অন্যান্য কয়েকজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতেও পারেন। ১৯৮৯ সালে দুজন অতিরিক্ত নির্বাচন কমিশনারকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। ১৯৯৩ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে ৩ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। তদনুসারে রাষ্ট্রপতি একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারসহ তিনজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন।

হাইকোর্ট কী কী লেখ জারি করতে পারে?

উত্তর : নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হাইকোর্ট পাঁচ ধরনের লেখ জারি করতে পারে। এই লেখগুলি হল—(ক) বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, (খ) পরমাদেশ, (গ)

Scanned with CamScanner

প্রতিষেধ, (ঘ) অধিকারপৃচ্ছা এবং (ঙ) উৎপ্রেষণ। অবশ্য জরুরী অবস্থায় হাইকোর্টের এই ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়।

সাধারণ অধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের দুটি পার্থক্য উল্লেখ কর।

উত্তর : সাধারণ অধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে দুটি পার্থক্য হল :

(i) সাধারণ অধিকারসমূহ দেশের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত, সংরক্ষিত ও প্রযুক্ত হয় কিন্তু মৌলিক অধিকার দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।

(ii) সাধারণ অধিকার আইনসভা কর্তৃক আইন পাশের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয় কিন্তু মৌলিক অধিকার পরিবর্তনের জন্য সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়।

ভারতের সংবিধানে কোথায় ভারতকে একটি 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কেন?

উত্তর : ভারতের সংবিধানে ১(১) নং ধারায় ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ—(১) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে চুক্তির ফলে গঠিত হয়নি।

(২) চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়নি বলে কোনো অঙ্গরাজ্যের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার নেই।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি কীভাবে পদচ্যুত হন?

উত্তর : উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার ব্যবস্থা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে উপরাষ্ট্রপতিকে 'ইমপিচমেন্ট' পদ্ধতিতে পদচ্যুত করা যায়। এর জন্য ১৪ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। তারপর প্রথমে রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হওয়ার পর লোকসভায় প্রেরণ করা হয়। সেখানেও অর্থাৎ লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় [সংবিধানের ৬৭ (খ) নং ধারায়]।

কিচেন ক্যাবিনেট কী?

উত্তর : প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর একান্ত অনুগত ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে দু-তিন জন আস্থাভাজন, অভিজ্ঞ মন্ত্রীর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারী কার্যাবলী পরিচালনা করেন। এই ধরণের ছোটো একটি অভ্যন্তরীণ ক্যাবিনেটকেই 'কিচেন ক্যাবিনেট' বলা হয়। যেমন বর্তমানে মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রীসহ পি. চিদম্বরম, এ. কে. অ্যান্টনিকে নিয়ে গড়ে ওঠা কিচেন ক্যাবিনেট এর কথা বলা যায়।

আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থা (Dominant Party System) বলতে কী বোঝ?

উত্তর : আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থায় বহু রাজনৈতিক দল থাকলেও সরকার গঠন ও

Scanned with CamScanner

পরিচালনা করে একটি মাত্র দল। অর্থাৎ বহু দল থাকলেও একটি দলের প্রাধান্য দেখা যায়। আলন বল এর মতে, এ ধরনের দল ব্যবস্থায় দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও একটি দলেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতে এ ধরনের দলীয় ব্যবস্থা ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল।

'জোট সরকার' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : যখন সাধারণ নির্বাচনে কোন দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না তখন কতকগুলি দল একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বা মোর্চা গঠনের মধ্য দিয়ে লোকসভা বা রাজ্যবিধানসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে তখন তাকে "জোট সরকার" বা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বলে।

একটি রাজ্যসরকারের রাজস্বের দুটি উৎস উল্লেখ কর।

উত্তর : একটি রাজ্য সরকারের রাজস্বের দুটি উৎস হল—ভূমি রাজস্ব কর, কৃষির আয়ের ওপর কর, জমি ও বাড়ির ওপর কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি।

ভারতের রাষ্ট্রপতি কখন অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন?

উত্তর : সংবিধান অনুসারে, সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে জরুরী প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারী করতে পারেন। এই অধ্যাদেশ সংসদের আইনের মতোই কার্যকর হয়। তবে একথা বলা যায় যে পরবর্তী দিনে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার দিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশকে সংসদে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়, তা না হলে অধ্যাদেশটি বাতিল হয়ে যায়।

কোনো রাজ্যে বিধান পরিষদ সৃষ্টি বা বিলোপের সাংবিধানিক পদ্ধতিটি কী?

উত্তর : কোনো রাজ্যের বিধান পরিষদ সৃষ্টি বা বিলোপের সাংবিধানিক পদ্ধতিটি হল—এর সংশোধন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে সংসদের লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সংশোধন করা যায়।

'পরমাদেশ' কী?

উত্তর : 'ম্যান্ডেমাস' এই ল্যাটিন শব্দটির অর্থ We order.অর্থাৎ আমরা আদেশ করি। উচ্চতম বা উচ্চ আদালত এই লেখ জারির মাধ্যমে সরকার, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের আইন মোতাবেক কর্তব্য পালনের জন্য আদেশ দিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই ধরনের লেখ জারি করা যায় না।

'অধিকার পন্থা' বলতে কি বোঝ?

উত্তর : 'অধিকার পন্থা' বলতে বোঝায় কোন অধিকারে'। যদি কোন ব্যক্তি তার নিজ

Scanned with CamScanner

যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কোন পদের দাবিদার হতে চান তখন আদালত অধিকার পন্থা জারি করে এর বৈধতা বিচার করে। দাবিটি বৈধ না হলে ওই পদ থেকে তাকে অপসারণ করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পদটি 'সরকারি পদ' হতে হবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতা ভোগ করে?

উত্তর ঃ অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নির্বাচন ও অপসারণের ক্ষেত্রে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে,সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতির অপসারণের ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন এবং জরুরী অবস্থার প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন কী?

উত্তর ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করার ফলে সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন করতে হয়। ঐসব আইনের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন, অনেক সময় লোকসভার বেশীর ভাগ সদস্যের তা থাকে না। তাই লোকসভা শাসন বিভাগের হাতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়ণের দায়িত্ব অর্পণ করে। শাসন বিভাগ এইসব আইনকে 'অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন' (Delegated Legislation) বলা হয়।

অনাস্থা প্রস্তাব কী?

উত্তর ঃ সম্পাদিত সরকারী নীতি ও কাজকর্মের জন্য মন্ত্রী পরিষদকে লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকতে হয়। মন্ত্রী পরিষদের কাজকর্মে সন্তুষ্ট হতে না পারলে মন্ত্রী পরিষদের বিরুদ্ধে লোকসভার অনাস্থা আনা যায় এবং সেই অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হলে মন্ত্রী পরিষদকে পদত্যাগ করতে হয় না। তবে রাজ্যসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলেও মন্ত্রীর পরিষদকে পদত্যাগ করতে হয় না। সাধারণত বিরোধী সদস্যরা সরকারের বিরুদ্ধে 'অনাস্থা প্রস্তাব' নিয়ে আসেন।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায়, রাষ্ট্র কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করবে না, রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই, রাষ্ট্র সকল ধর্মকে সমান শ্রদ্ধা করে ও নিরাপত্তা দেয় এবং সকলেই ধর্মাচরণের পূর্ণ ও সমান অধিকার ভোগ করবে।

গান্ধীবাদী আদর্শের উপর ভিত্তিশীল নির্দেশমূলক নীতি উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ গান্ধীবাদী আদর্শের উপর ভিত্তিশীল এমন একটি নির্দেশমূলক নীতি হল—(১) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে

Scanned with CamScanner

তোলা (৪০ নং ধারা)। (২) গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ভিত্তিতে কুটির শিল্প গড়ে তোলা (৪২ নং ধারা)।

মৌলিক অধিকারের যে-কোনো চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ মৌলিক অধিকারের চারটি বৈশিষ্ট্য হল—(১) মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। (২) মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। (৩) ভারতে মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের সমন্বয় করা হয়েছে। (৪) মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।

ভারতের যে-কোনো চারটি জাতীয় দলের নাম উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ (১) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (২) ভারতীয় জনতা পার্টি (৩) কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী (৪) জনতা দল (ইউনাইটেড)।

পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকা বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন দুটি অবস্থার উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিতেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করার অধিকারী। যেমন—

(১) রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ২/৩-এর সমর্থনে যদি এমন কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, জাতীয় স্বার্থে রাজ্যের তালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে পার্লমেন্টের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তাহলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(২) দেশে জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকলে পার্লামেন্ট সমগ্র ভারত কিংবা তার যে কোন অংশের জন্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার অধিকারী।

ভারতের সংসদের অংশগুলো কী কী?

উত্তর ঃ ভারতীয় সংসদে দুটি কক্ষ—(i) উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা, (ii) নিম্নকক্ষ লোকসভা।

ঝুলন্ত সংসদ কী?

উত্তর ঃ যখন সংসদ সাধারণ নির্বাচনে (লোকসভা) কোন রাজনৈতিক দলই নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন লাভ করতে পারে না তখন তাকে ঝুলন্ত সংসদ বা হাংপার্লামেন্ট বলা হয়।

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্র প্রবণতা দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ (১) রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ব্যাপারে রাজ্যগুলির ক্ষমতা স্বীকৃত হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংসদের রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রয়েছে। (২) রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে সংসদ রাজ্যসূচির যে কোন বিষয়ে আইন করতে পারে।

বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তিকে কেন আটক করা হয়েছে তা জানার জন্য আদালত আটককারী

Scanned with CamScanner

উপর এই লেখ জারী করে এবং আটক ব্যক্তিকে সত্বর স-শরীরে আদালতের সামনে হাজির করার আদেশ দেয়। এই লেখ জারীর মাধ্যমে আদালত বেআইনীভাবে আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেয় বা তার দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করে। সংবিধানের ৩২ নং ধারা অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট এবং ২২৬ নং ধারা অনুসারে হাইকোর্টগুলি এই লেখ জারি করতে পারে।

মধ্যবর্তী নির্বাচন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : লোকসভা ও রাজ্যবিধান সভাগুলি সাধারণ কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বছর। তাই পাঁচ বছর অন্তর এদের সাধারণ নির্বাচন করা হয়। কিন্তু কোন কারণে লোকসভা বা কোনো রাজ্য বিধানসভা যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ভেঙে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাকে মধ্যবর্তী নির্বাচন বলা হয়। যেমন নবম লোকসভা, একাদশ লোকসভা এবং দ্বাদশ লোকসভা তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন করা হয়।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পদচ্যুত করা যায় কীভাবে?

উত্তর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কমিশনারকে কার্যকাল ৬ বছরের। তবে তাঁর কার্যকাল শেষ হবার আগেও তাঁকে পদচ্যুত করা যায়। কর্মে অপারগ ও সদাচরণের অভিযোগে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদাতা সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে তাঁর পদচ্যুতির প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতিকমিশনারকে অপসারণ করতে পারেন।

'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' বলতে তুমি কী বোঝ?

উত্তর : 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' বলতে বোঝায় সকল ব্যক্তি দেশের সাধারণ আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। সকলেই আইনের কাছে সমান, কোন ব্যক্তিই আইনের উর্দ্ধে নয়, কোন ব্যক্তিই বিশেষ কোন-সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না। যেমন—একজন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন দরিদ্র নাগরিক পর্যন্ত সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান।

কখন এবং কার দ্বারা ভারতীয় পার্লামেন্টে উভয়কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহূত হয়।

উত্তর : কোন বিল সম্পর্কে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের মতবিরোধ হলে রাষ্ট্রপতি উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন।

রাজ্য আইনসভা কর আরোপ ও সংগ্রহ করতে পারে এমন দুটি বিষয়ের নাম উল্লেখ কর।

উত্তর : (১) ভূমিরাজস্ব, (২) বিক্রয় কর।

Scanned with CamScanner

লোকসভার দুটি স্থায়ী কমিটির নাম কর।

উত্তর : লোকসভার দুটি স্থায়ী কমিটি হল—(১) আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি, (২) সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি।

বাজেট বলতে কী বোঝ?

উত্তর : রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রথমে, পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা করেন। এই বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাবকেই বাজেট বলে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী লোকসভায় বাজেট উত্থাপন করেন। প্রত্যেক আর্থিক বছর শুরুর (১লা এপ্রিল) আগেই এই বাজেট সংসদে পেশ করা হয় আলোচনার জন্য।

ভারত কী একটি সাধারণতন্ত্র? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে দুটি যুক্তি দাও।

উত্তর : ভারত একটি সাধারণতন্ত্র প্রথমত, ভারতের প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি, ব্রিটেনের রাজা বা রাণীর মতো তিনি উত্তরাধিকারীসূত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন না। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি জনগণ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায়, 'আমরা ভারতের জনগণ' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং সকল ক্ষমতার উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থায় দুটি আঞ্চলিক দলের নাম লেখ।

উত্তর : ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থায় দুটি আঞ্চলিক দল হল—আকালীদল, তেলেগুদেশম।

নির্বাচন কমিশনের কাজগুলি লেখ।

উত্তর : নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজগুলি হল—(১) সংসদ, রাজ্য আইনসভা, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরিচালনা, (২) ভোটার তালিকা প্রণয়ন, (৩) নির্বাচনের রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি নির্ধারণ, (৪) নির্বাচনী প্রতীক নির্ধারণ, (৫) নির্বাচনের দিন স্থির।

Scanned with CamScanner

৫ × ৪ = ২০

বিঃ দ্রঃ সাজেশনে দেওয়া ৫ নম্বরের সব প্রশ্নের উত্তর পড়তে হবে।

প্রতিটি প্রশ্নের মান—৫

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব বা তাৎপর্য উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ ভারতীয় সংবিধানের শুরুতে যে প্রস্তাবনাটি সংযোজিত হয়েছে, সেটি সংবিধানের মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে আইনগত দিক থেকে এর কোন গুরুত্ব নেই। তবে আইনগত দিক থেকে প্রস্তাবনার কোন গুরুত্ব নেই। তবে আইনগত দিক থেকে প্রস্তাবনার কোন গুরুত্ব না থাকলেও অন্যান্য দিক থেকে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমত ঃ প্রস্তাবনা সংবিধানের উৎস তথা আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। দ্বিতীয়ত ঃ প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত না হলেও কার্যকরী অংশের কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট থাকলে প্রস্তাবনার সাহায্যে তা পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। তৃতীয়ত ঃ প্রস্তাবনার মধ্যে সংবিধানের উদ্দেশ্য ও নীতির নির্যাস নিহিত থাকে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করলে ভারতীয় সংবিধান কবে গৃহীত হয়েছিল সেটি পর্যন্ত জানা যায়। চতুর্থত ঃ সংবিধানের মাধ্যমে যে সামাজিক শক্তির আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়, প্রস্তাবনার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি ঘটে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিলেন, প্রস্তাবনায় তার অন্তর্নিহিত আদর্শগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবনার গুরুত্ব প্রসঙ্গে পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব মন্তব্য করেছেন, প্রস্তাবনাই সংবিধানের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ, এটি সংবিধানের প্রাণ, সংবিধানের চাবিকাঠি।

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা কর।

উত্তর ঃ গণপরিষদ দু'বছর কাজ করে ভারতীয় সংবিধানটি রচনা করে। ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী সংবিধানটি প্রবর্তিত হয়। ভারতে গঠিত হয় একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্র।

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র—শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বন্টিত রয়েছে। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার তিনটি বিভাগ আছে— যথা ঃ শাসন, আইন ও বিচার

বিভাগ। রাষ্ট্রপতি হলেন শাসন বিভাগে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট আইন রচনা করে। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের আইনকে সম্মতি দিয়ে তাকে বলবৎ করেন।

কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্তম্ভ। তাঁর পরামর্শ মত রাষ্ট্রপতি শাসন কার্য পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই কেন্দ্রীয় শাসন চলে।

নিম্নকক্ষ লোকসভাতে ২৫০ জন সদস্য পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন।

ভারতের প্রধান বিচারালয় হল সুপ্রিম কোর্ট। এখানে একজন প্রধান বিচারপতি আছেন। ভারতীয় নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে।

জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার নাগরিকেরা পেয়েছেন। যে কোন জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতাও তাঁরা ভোগ করেন। এছাড়া রয়েছে সকল নাগরিকের শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি।

সংবিধানে জনকল্যানমূলক কতকগুলি নির্দেশক নীতিও ঘোষণা করা হয়েছে। নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশিত হয়েছে। এভাবে ভারতীয় সংবিধান দেশে গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার বাস্তব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি বিবৃত কর।

উত্তর ঃ মৌলিক অধিকার বলতে ঠিক কি বোঝায় তা এককথায় উল্লেখ করা কঠিন। তবে, এই ধারণা প্রকাশ করা হয় যে, রাষ্ট্র স্বীকৃত অধিকারগুলির মধ্যে যে সমস্ত অধিকার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাকে মৌলিক অধিকার বলে অভিহিত করা হয়। তার অর্থ এই নয় যে, নাগরিকরা যে সব অধিকার ভোগ করে তা সবই মৌলিক অধিকার। সংবিধান স্বীকৃত ও সংরক্ষিত যে সমস্ত অধিকার নাগরিকরা ভোগ করে তাকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। এ প্রসঙ্গে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পাতঞ্জলী শাস্ত্রীর বক্তব্য স্মরণযোগ্য। ১৯৫০ সালে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় রায়দান প্রসঙ্গে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে—ভারতের সংবিধানে তৃতীয় অংশে সংযোজিত অধিকারসমূহ হল মৌলিক, কারণ চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রূপে জনগণ এ অধিকারসমূহকে নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছে।

ভারতের সংবিধান গ্রহণের সময় (১৯৫০ সাল) মোট ৭টি মৌলিক অধিকারের কথা সংবিধানের বলা হয়। এগুলি হল—(১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) ধর্মাচরণের অধিকার, (৪) সম্পত্তির অধিকার, (৫) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৬) শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। তবে ১৯৭৮ খ্রিঃ ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সম্পত্তির অধিকার (Right to property) মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ যাওয়াতে বর্তমানে নাগরিকরা ছয়টি মৌলিক অধিকার ভোগ করছেন।

Scanned with CamScanner

এই মৌলিক অধিকারগুলি আইন কর্তৃক বলবৎযোগ্য বলেই কোন নাগরিক এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন। এক্ষেত্রে ৩২৬ নং ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট এবং ৩২নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট-এ ভারতের যে কোন নাগরিক আপিল করতে পারবেন। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে ৩৬৮নং ধারার সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত করা হয়েছে। কেউ কোনভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। কিন্তু 'নিবর্তনমূলক আটক আইন' (Preventive Detention Act) এবং 'জরুরী অবস্থা' (Emergency period) ঘোষিত হলে মৌলিক অধিকারগুলি আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য হয় না। তাছাড়া অধিকারগুলি মৌলিক হলেও অবাধ বা চরম নয়; শর্তসাপেক্ষ।

ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের উপর টীকা লেখ।

উত্তর ঃ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু হল শোষণ, কারণ এই শোষণ থেকে আসে বৈষম্য, যা গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নং ধারা দুটির মাধ্যমে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সংবিধানে ২৩(১) নং অনুচ্ছেদে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো, বল প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে শ্রমদানে বাধ্য করানো দন্ডনীয় অবরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ২৩(২) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র জনসার্থে প্রয়োজন মনে করলে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে শ্রমদানে বাধ্য করতে পারে।

সংবিধানে ২৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদেরকে কোনো কারখানা, খনি বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। এই অধিকারটিকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছেন।

সংবিধানে নির্দেশ থাকলেই যে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা যাবে সে কথা ভাবা ঠিক নয়। তার প্রমাণ সংবিধান প্রবর্তিত হবার ৬৪ বছর পরেও দেশে আজ অসংখ্য ভূমিদাস ও শিশুশ্রমিক রয়েছে। সুতরাং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সংবিধানের ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন শোষণের মূল কারণটিকে অর্থাৎ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা দরকার।

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের মৌলিক অধিকারটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ যেসব সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার গুলিকে সুরক্ষিত

Scanned with CamScanner

করা হয়েছে তাকে সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার বলে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ৩২নং ও ২২৬নং ধারায় শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট যে পাঁচ ধরনের লেখা আদেশ ও নির্দেশ জারি করতে পারে সেগুলি হল—

(১) *বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ* : কোনো বন্দীকে আদালতে শরীরে হাজির করানোকে আইনের পরিভাষায় বলে 'হেবিয়াস করপাস' বা 'বন্দী প্রত্যক্ষী করণ'। সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট বন্দীর আবেদন অনুযায়ী আটককারী কর্তৃপক্ষের আদেশ জারি করে বন্দীকে আদালত কক্ষে হাজির করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(২) *পরমাদেশ* : পরমাদেশের অর্থ হল 'আমরা আদেশ করছি'। এই লেখ জারি করে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট কোনো অধস্তন আদালত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে আইন মাফিক ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত কর্তব্য পালনে বাধ্য করতে পারে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পরমাদেশ জারির ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টকে দেওয়া হয়নি।

(৩) *প্রতিষেধ* : প্রতিষেধের অর্থ হল 'নিষেধ করা'। সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট এই আদেশ জারি করে কোনো অধস্তন আদালতকে তার এক্তিয়ার-বহির্ভূত বিষয়ে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে নিষেধ করতে পারে।

(৪) *অধিকার পৃচ্ছা* : অধিকার পৃচ্ছা বলতে বোঝায় 'কোন অধিকারে'। কোনো ব্যক্তি যে পদে অধিকার করে থাকে সেই পদের জন্য তার দাবি কতখানি আইনসংগত তা সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট অধিকার পৃচ্ছার মাধ্যমে বিচার করে দেখে, এক্ষেত্রে দাবি বৈধ না হলে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দিতে পারে।

(৫) *উৎপ্রেষণ* : উৎপ্রেষণের অর্থ হল 'বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া'। উৎপ্রেষণের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট নিরপেক্ষ বিচারের জন্য কোনো মামলা অধস্তন আদালত থেকে ঊর্দ্ধতন আদালতে স্থানান্তরিত করতে পারে।

ভারতের সংবিধানে সংরক্ষিত সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকারটি আলোচনা কর।

উত্তর : বর্তমানে ভারতের সংবিধানে ছয়টি মৌলিক অধিকার আছে।

ভূমিকা : অধিকার সৃষ্টি ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হল মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এদিক থেকে বিচার করলে সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ২৯ এবং ৩০নং ধারায় সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

(ক) *স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতিগত সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা (২৯নং ধারা)*: *প্রথমত*, সংবিধানের ২৯নং ধারায় বলা হয়েছে ভারতীয় ভূখণ্ডে যে কোনো অংশে

বসবাসকারী নাগরিক নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার ভোগ করবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারের দ্বারা বা আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্ম, কুল, বংশ, বর্ণ, ভাষার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে প্রবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

(খ) ***সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও চালনা (৩০নং ধারা) :*** সংবিধানের ৩০নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। সরকার কর্তৃক আর্থিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

মন্তব্য : আমরা পরিশেষে বলতে পারি যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার শুধুমাত্র ভাষাগত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি ইত্যাদির অধিকারকেই সুনিশ্চিত করছে না। এই সংক্রান্ত ব্যবস্থা ভারতের সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। তবে এই অধিকারকে অপপ্রয়োগ করে কোথাও কোথাও স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতির নামে আলাদা রাজ্য গঠনের দাবিতে অনেকে সোচ্চার হচ্ছেন যা সমর্থনীয় নয়।

ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক কর্তব্যগুলি কী কী?

উত্তর : মূল ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হলেও কর্তব্যপালন সম্পর্কে একটি বাক্যও সংযোজিত হয়নি। তবে ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ৫১ নং ধারার সঙ্গে ৫১(ক) উপধারাটি যুক্ত করে ভারতীয় নাগরিকদের ১০ টি মৌলিক কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়। কর্তব্যগুলি হল—

(১) সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

(২) স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শগুলি সযত্নে লালন ও অনুসরণ করা।

(৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা।

(৪) দেশরক্ষায়ও আহ্বান জানানো হলে জাতীয় সেবামূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করা।

(৫) ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত বিভিন্নতা অতিক্রম করে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ এবং নারীর মর্যাদা হানিকর প্রথার বিলোপ সাধন করা।

(৬) জাতির মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্য দান ও সংরক্ষণ করা।

(৭) বনভূমি, হ্রদ, নদী ও বন্য প্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

Scanned with CamScanner

(৮) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারসাধন করা।

(৯) সরকারী সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং হিংসা পরিহার করা এবং

(১০) জাতির ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগত সকল কার্যকলাপে উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আরও একটি নতুন মৌলিক কর্তব্য সংযোজিত হয়েছে। সেটা হল—৬, ১৪ বছর বয়সি প্রত্যেক বালক বালিকার অভিভাবকদের দ্বারা তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

৩২ নং ধারায় উল্লেখিত লেখগুলি আলোচনা কর।

অথবা, ভারতের সংবিধানের ৩২ নং ধারায় সন্নিবিস্ট বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ' ও 'প্রতিষেধ' সম্পর্কে টীকা লেখ।

উত্তর ঃ শাসনতন্ত্রে কতকগুলি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করে সংবিধান রচয়িতাগণ থেমে থাকেন নি। এগুলি যাতে কার্যকর হয় তারজন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলেছেন। কারণ মৌলিক অধিকার শুধুমাত্র ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য সেজন্য ভারতীয় সংবিধানের ৩২ এবং ২২৬ না ধারায় মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মৌলিক অধিকার কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হলে নাগরিকগণ ৩২ এবং ২২৬ নং ধারা অনুসারে যথাক্রমে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার উদ্দেশ্যে যে পাঁচ ধরনের লেখ বা আদেশ জারি করতে পারে সেগুলি হল—

(১) *বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ ঃ* এটি একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ সশরীরে হাজির করা। কোন ব্যক্তিকে আটক করা হলে তার পক্ষে কেউ আদালতের কাছে 'বন্দি প্রত্যক্ষীকরণের' আবেদন করতে পারে। আদালত এই আবেদনের ভিত্তিতে আটক ব্যক্তিকে ও আটককারী কর্তৃপক্ষকে আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেয়। আটক বেআইনিভাবে হয়েছে বলে মনে করলে আদালত আটক ব্যক্তিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে।

(২) *পরমাদেশ ঃ* শব্দটির অর্থ হল 'আমরা আদেশ করছি'। এই আদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা অধস্তন আদালত বা সরকারকে নিজস্ব দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) **প্রতিষেধ ঃ** 'প্রতিষেধ' শব্দটির অর্থ হল নিষেধ করা। এই আদেশের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কোন অধস্তন আদালতকে নিজ সীমার মধ্যে কাজ করতে নির্দেশ দিতে পারে। এই লেখ কেবলমাত্র আদালতের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য।

(৪) *অধিকার পৃচ্ছা ঃ* এই লেখাটির অর্থ হল 'কোন্ অধিকার'। এই লেখ বা নির্দেশের মাধ্যমে আদালত অনুসন্ধান করে দেখে যে, কোন ব্যক্তিকে যে পদে নিযুক্ত

Scanned with CamScanner

করা হয়েছে সে সেই পদের উপযুক্ত কিনা। উপযুক্ত না হলে আদালত সংশ্লিষ্ট নিয়োগকে বাতিল করে দিতে পারে।

(৫) *উৎপ্রেষণ* ঃ এটির অর্থ বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া। নিম্নতম কোন আদালত যদি তার আইনগত সীমা অতিক্রম করে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট উৎপ্রেষণ লেখ জারি করে মামলাটি নিজের হাতে তুলে নিতে পারে।

প্র রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি সমূহের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ *নির্দেশমূলক নীতিসমূহের গুরুত্ব ঃ*

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতি সমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। এই নীতিগুলির আইনগত সমর্থন না থাকলেও সংবিধানে ২৫ ও ৪২ তম সংবিধানে সংশোধনের ফলে নির্দেশমূলক নীতির গুরুত্ব বা তাৎপর্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন—

(১) *রাজনৈতিক গুরুত্ব* ঃ নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবিধান কর্তৃক নির্দেশিকা ও সরকার কর্তৃক পালনীয় নীতি। এই নীতিগুলি যদি সরকার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে তাহলে সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না ঠিকই তবে সরকারকে জনগণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় এবং নির্বাচনের সময় তার ফল পেতে হয়।

(২) *সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে* ঃ নির্দেশমূলক নীতিগুলির সব থেকে বড় গুরুত্ব হল এগুলির মাধ্যমে সাংবিধানিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজের পরিবর্তন ঘটানো যাবে। যেমন—সম্পদের বন্টন, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি।

(৩) *আইনগত গুরুত্ব* ঃ ভারতের আদালতগুলি কোনো আইনের বৈধতা বিচারের সময় নির্দেশমূলক নীতিগুলির নিকট থেকে সাহায্য পায়। আবার সুপ্রীমকোর্ট সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের সময় নির্দেশমূলক নীতির নিকট ভিত্তিশীল ছিল।

(৪) *নীতিগত গুরুত্ব* ঃ নির্দেশমূলক নীতিগুলির নৈতিক গুরুত্ব সরকারের যে কোনো কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করতে পারে না। কারণ এই নীতিগুলি নিছক কোনো সংস্থার নীতি নয়, এগুলি রাষ্ট্রপরিচালকদের প্রতি সংবিধানের নির্দেশ।

(৫) *শিক্ষাগত গুরুত্ব* ঃ নির্দেশমূলক নীতিগুলির একটা শিক্ষাগত দিক আছে। এগুলির মাধ্যমে সরকার এবং জনগণ নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়।

মন্তব্য ঃ নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল ভারতীয় জনগণের ন্যূনতম আশা আকাঙ্খার প্রতীক।

প্র মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি সমূহের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর ঃ ভারতীয় সংবিধানে তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে যথাক্রমে মৌলিক অধিকার ও

নির্দেশমূলক নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে ব্যাপক অর্থে অধিকার পদবাচ্য বলে গণ্য করা হলেও এদের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(১) মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। অপর পক্ষে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

(২) মৌলিক অধিকারগুলি হল মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার। অপরপক্ষে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক।

(৩) মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে বিরোধ বাধলে নির্দেশমূলক নীতি বাতিল হয়ে যায়। মৌলিক অধিকার অলঙ্ঘনীয়। অপরপক্ষে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি মানতে সরকার বাধ্য নয়।

(৪) মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এর জন্য অন্য আইনের প্রয়োজন নেই। অপরপক্ষে, নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হয়।

(৫) জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে মৌলিক অধিকারগুলিকে স্থগিত করতে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিতে পারেন। অপরপক্ষে, জরুরী অবস্থা চলাকালে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিগুলি স্থগিত হয়ে যায় না।

(৬) মৌলিক অধিকারগুলির লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা। অপরপক্ষে, নির্দেশমূলক নীতিগুলির লক্ষ্য হল কল্যাণকর সমাজ গঠন করা।

মন্তব্য ঃ আমরা পরিশেষে বলতে পারি যে, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে আইনগত পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই বরং একে অপরের পরিপূরক।

৩। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

উত্তর ঃ যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ঃ তত্ত্বগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে, সেগুলি হল—

(১) একটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। (২) সংবিধানের প্রাধান্য। (৩) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার এই দুই প্রকার সরকারের অবস্থিতি; (৪) সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র ও অপর রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন; (৫) একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অবস্থিতি।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ঃ মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, উপরের সব বৈশিষ্ট্যই ভারতের সংবিধানে বিদ্যমান। কারণ—

(১) ভারতের সংবিধান লিখিত এবং অংশিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়। (২) যুক্তরাষ্ট্রের

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন?

উত্তর : সংবিধানের ৫৪ ধারা অনুযায়ী একটি বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করা হয়। একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এই নির্বাচন কার্য সম্পাদিত হয়। এই নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হয় কেন্দ্রীয় আইন সভার কক্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই নির্বাচন তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

প্রথম পর্যায় : প্রথমে অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট, কিন্তু সব রাজ্যে তাদের ভোটের মূল্য একরকম নয়। একটি রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে ওই রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচিত মোট সদস্যদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। ওই ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করতে হয়। এবার যে ভাগফল পাওয়া যাবে সেটাই হবে ওই রাজ্যের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটের মূল্য। তবে দ্বিতীয়বার ভাগের শেষে ভাগফল যদি ৫০০ বা তার বেশি হয় তবে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করতে হয়। পদ্ধতিটি এভাবেও দেখানো যায়।

$$\frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} \div \text{[illegible]}$$

দ্বিতীয় পর্যায় : দ্বিতীয় পর্যায়ে সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সমস্ত অঙ্গরাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটের সমষ্টিগত মূল্যকে সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। এভাবে যে ভাগফল পাওয়া যাবে তাই হবে এক একজনের ভোটের মূল্য। এক্ষেত্রেও যদি ভাগশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং সেটা ভাজকের অর্ধেক বা তার বেশি হয় তবে ভাগফলের সঙ্গে এক (১) যোগ হবে। পদ্ধতিটি এরকম ভাবেও দেখানো যায় :

$$\frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} = \text{[illegible]}$$

তৃতীয় পর্যায় : এই পর্বে বৈধ ভোটগুলির যোগফলকে দুই (২) দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে এক (১) যোগ করলে যে ফল পাওয়া যায় সেটা হল নির্দিষ্ট কোটা।

অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে গেলে এই কোটাসংখ্যক ভোট পেতে হবে। অর্থাৎ যে প্রার্থী কোটা সংখ্যক ভোট পাবেন তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হবেন।

ভারতে রাষ্ট্রপতিকে কী কী কারণে পদচ্যুত করা যায়? ভারতে রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি পদ্ধতি আলোচনা কর।

উত্তর : *ভারতের রাষ্ট্রপতিকে যে কারণে পদচ্যুত করা যায় তা হল—*

(১) সংবিধানের ৫৬ নং ধারা অনুসারে, রাষ্ট্রপতি সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন বলে যদি অভিযোগ ওঠে তাহলে সংসদ তাঁকে পদচ্যুত করতে পারে।

(২) আদালত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করলে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যেতে পারে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত করা যায়। তবে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য 'ইমপিচমেন্ট' বা 'মহাবিচার' পদ্ধতি অনুসরণের কথা সংবিধানের ৬১ নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে। এই পদ্ধতি হল একটি বিচার পদ্ধতি। ভারতীয় সংসদের যে কোনো কক্ষে (লোকসভা বা রাজ্যসভা) সংবিধান ভঙ্গের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি অনুসরণ করা যায় তা হল—

(ক) অভিযোগটি উত্থাপনের জন্য ১৪ দিন আগে নোটিশ দিতে হয়।

(খ) যে কক্ষে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হবে, সেই কক্ষের মোট সদস্যদের কমপক্ষে ১/৪ অংশকে লিখিত আকারে নোটিশটি দিতে হবে।

(গ) প্রস্তাবটি যে কক্ষে আনা হবে সেই কক্ষের অন্তত ২/৩ অংশের সদস্যদের ভোটে তা সমর্থিত হতে হবে। এরপর প্রস্তাবটিকে অপরকক্ষে পাঠান হবে এবং ওই কক্ষ অভিযোগটি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখবে। এই সময় রাষ্ট্রপতি কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা নিজে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন। আনা প্রস্তাবটি যদি এই কক্ষেও মোট সদস্য সংখ্যার ২/৩ অংশের ভোটে স্বীকৃত হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা হবে।

রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা আলোচনা কর।

উত্তর : রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন তার মধ্যে জরুরী অবস্থার ক্ষমতা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সংবিধান প্রণেতাগণ দেশের মধ্যে সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা দান করেন। সংবিধানের ৩৫২-৩৬০ নং ধারায় জরুরী ক্ষমতার বিষয়টি উল্লিখিত আছে। সংবিধানে তিন ধরনের জরুরী অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

(১) ***জাতীয় জরুরী অবস্থা :*** সংবিধানের ৩৫২ নং ধারানুযায়ী যুদ্ধ, বহিঃআক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে সমগ্র দেশে বা তার কোনো অংশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করলে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

Scanned with CamScanner

(১) চরম ভেটো : যুক্তরাজ্যের রাজা বা রাণীর মতো ভারতের রাষ্ট্রপতি অর্থবিল ও সংবিধান সংশোধনী বিল ছাড়া অন্য যে কোনো বিলে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন। ফলে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। একেই রাষ্ট্রপতির চরম 'ভেটো ক্ষমতা' বলে।

(২) স্থগিত ভেটো : সংসদে পাশ হওয়া কোন বিলে সরাসরি সম্মতি বা সম্মতি না জানিয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে সংসদে ফেরৎ পাঠানোকে স্থগিত ভেটো বলে। তবে বিলটি যদি পুনরায় সংসদ কর্তৃক পুনর্বিবেচিত হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আসে তখন তিনি উক্ত বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য।

(৩) পকেট ভেটো : অর্থবিল বা সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল ছাড়া রাষ্ট্রপতি কোনো বিলকে বাতিল না করে বা সংসদের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ না পাঠিয়ে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে রাখতে পারেন। একেই রাষ্ট্রপতির 'পকেট ভেটো ক্ষমতা' বলে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানে ৭৪(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও তার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা থাকবে।

আবার ৭৫ ধারার আছে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী মতে (১৯৭৮) রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার কোন পরামর্শ পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু পুনর্বিবেচনার পর মন্ত্রীসভার সেই পরামর্শ রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হলে, তিনি সেই পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে সংযোগ সেতু। প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার সব সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলীর বিষয়ে অবহিত হন।

সংসদীয় পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের শাসন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ রাষ্ট্রপতির নামে সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিজে কিছু করেন না। রাষ্ট্রপতির হয়ে সব নীতি ও সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভাই স্থির করে এবং মন্ত্রীসভা সংসদের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নামে কাজ হলেও, রাষ্ট্রপতি তার জন্য দায়বদ্ধ নয়। সব কাজের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার এবং সংসদে আস্থা হারালে তাদেরই পদত্যাগ করতে হয়, রাষ্ট্রপতিকে নয়।

ভারতে মন্ত্রীপরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচন কর।

উত্তর : সংবিধানের ৭৪(১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে তার কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তিনি শ্রেণির মন্ত্রী রয়েছেন—(১) ক্যাবিনেট মন্ত্রী, (২) রাষ্ট্রমন্ত্রী, (৩) উপমন্ত্রী। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের

Scanned with CamScanner

হাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রয়েছে। অন্যদিকে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের হাতে। সবশেষ পর্যায়ের উপমন্ত্রীরা বিভিন্ন মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সহযোগিতা করে থাকেন। মন্ত্রীসভা এবং ক্যাবিনেট এক নয়। সব মন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হলেও ক্যাবিনেট গঠিত হয় মাত্র কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে। তত্ত্বগতভাবে মন্ত্রীসভা শাসন বিভাগের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে ক্যাবিনেট সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়াই হল মন্ত্রীপরিষদের বা মন্ত্রীসভার কাজ। সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে সেগুলি রাষ্ট্রপতির নামে কার্যত মন্ত্রীপরিষদই প্রয়োগ করে থাকে।

নীতি নির্ধারণ ঃ মন্ত্রীপরিষদের প্রধান কাজ হল সরকারের নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন। অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বৈদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, যুদ্ধ, শান্তি, আন্তর্জাতিক চুক্তি ইত্যাদি নানা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত দায়িত্ব মন্ত্রীপরিষদকে পালন করতে হয়।

আইন প্রণয়ন ঃ নির্ধারিত নীতিগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের জন্য মন্ত্রীপরিষদকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হতে হয়। তত্ত্বগতভাবে আইন প্রণয় পার্লামেন্টের কাজ, কিন্তু বাস্তবে আইন প্রণয়ন করা মন্ত্রীপরিষদেরই কাজ। অধিকাংশ আইনের খসড়া মন্ত্রীদের নির্দেশেই রচিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় বলে প্রস্তাবিত বা উত্থাপিত বিলকে সাধারণ সদস্যরা বিরোধিতা করেন না। অনেক সময় পার্লামেন্ট আইনের কাঠামো অনুমোদন করে। বাকি খুঁটিনাটি বিষয় বিচার-বিবেচনা করে আইনটিকে পূর্ণতা দান করে বিভিন্ন মন্ত্রক।

প্রশাসনিক ঃ বিভিন্ন মন্ত্রকের অধীনে যে প্রশাসন কর্মীরা নিযুক্ত থাকেন তাঁদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা এবং সরকারি নীতি ঠিকমতো প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর দেওয়া মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্ব। রাজ্যপাল, রাষ্ট্রদূত, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য প্রমুখ পদাধিকারীদের নিয়োগ মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী হয়।

অর্থ ঃ সরকারের আয়ব্যয় নির্ধারণের ব্যাপারেও মন্ত্রীপরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাজেট রচনা ও তা পাস করিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব মন্ত্রীসভাকেই বহন করতে হয়।

সমন্বয় সাধন ঃ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব মন্ত্রীপরিষদের। এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন না হলে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় এবং শাসনকর্যে ব্যাঘাতে ঘটে।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

উত্তর ঃ ভারতের সংবিধানের ৬৩নং ধারা অনুযায়ী একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকবেন। উপরাষ্ট্রপতিকে একটি নির্বাচকমণ্ডলী ৫ বছরের জন্য নির্বাচন করে। সংসদের উভয়

Scanned with CamScanner

কক্ষের সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। এই নির্বাচকমণ্ডলীতে সংসদের নির্বাচিত ও মনোনীত সব সদস্যরাই অন্তর্ভুক্ত থাকতেন। মূল সংবিধানে ছিল, সংসদের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে উপরাষ্ট্রপতিকে মনোনয়ন করা হবে। কিন্তু সংবিধানের একাদশ সংশোধনীতে (১৯৬১) নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়।

উপরাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। তাকে পদচ্যুতও করা যায়। তার পদচ্যুতির প্রস্তাব রাজ্যসভায় ওঠাতে হবে, কিন্তু তার আগে সেখানে ১৪ দিনের একটি নোটিস দিতে হবে। রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাবটি সমর্থন করলে সেটি লোকসভায় পাঠানো হয়। সেখানেও অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন হলে উপরাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন।

পদাধিকারবলে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে অথবা অন্য কোনো কারণে পদ শূন্য হলে উপরাষ্ট্রপতি সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার বহন করেন। তবে ৬ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয়।

প্রশ্ন লোকসভার গঠনের উপর একটি টীকা লেখ।

উত্তর : উত্তর : ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। এটি ইংল্যান্ডের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধিসভার মতো জনপ্রতিনিধিসভা। এককক্ষের সদস্যরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতের ৮১ নং ধারায় বলা হয়েছে লোকসভার সদস্য সংখ্যা অনধিক ৫৫২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে অনধিক ৫৩০ জন অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধি, ২০ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি। সংবিধানের ৩৩১ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি লোকসভায় নেই তাহলে তিনি ঐ সম্প্রদায় থেকে অনধিক ২ জন প্রতিনিধি লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে ৫৩০ জন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে ১৩ জন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ২ জন ইঙ্গভারতীয় সদস্যকে নিয়ে মোট ৫৪৫ জন সদস্য লোকসভায় রয়েছেন।

লোকসভার প্রথম অধিবেশনে সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পীকার ও অন্যজনকে ডেপুটি স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত করেন।

প্রশ্ন মন্ত্রী পরিষদের যৌথ দায়িত্বশীলতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার কাছে মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়িত্বশীলতা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক মন্ত্রী একদিকে যেমন একটি প্রশাসন দফতরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অন্যদিকে তেমনই যৌথভাবে সমগ্র মন্ত্রীসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যক্তিগতভাবে একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিভাগীয় কাজকর্মের জন্য

Scanned with CamScanner

পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। এ ছাড়া যৌথ দায়িত্বের নীতি অনুযায়ী সরকারি নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রীসভাকে যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। এই কারণে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের জন্য সব মন্ত্রী যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকেন। কোনো মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ক্যাবিনেটের কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধী হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয় অথবা প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ জারি করে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করাতে পারেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রীসভার সব সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমেই সরকারের প্রধান নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা লোকসভা কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তা সমগ্র মন্ত্রীসভাকে প্রভাবিত করে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ছাড়া উপায় থাকে না।

ভারতীয় পার্লামেন্টের বিশেষাধিকার বলতে কী বোঝ?

উত্তর : সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষ ও তার সদস্যদের কতকগুলি বিশেষাধিকার প্রদান করা হয়। পার্লামেন্ট ও তার সদস্যদের মর্যাদা রক্ষার জন্য এসব বিশেষাধিকার একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। আরস্কাইন মে পার্লামেন্টের বিশেষাধিকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, পার্লামেন্টের বিশেষাধিকার হল এমন কতকগুলি অধিকার যা পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষ সমষ্টিগতভাবে এবং সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে থাকে। এসব অধিকার পার্লামেন্ট ও তার সদস্যদের সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। বর্তমানে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষ, অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্যসভা সমষ্টিগতভাবে এবং উভয়কক্ষের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে এসব অধিকারগুলি ভোগ করে থাকেন।

ভারতীয় সংসদের লোকসভা ও রাজসভার সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে যেসব বিশেষাধিকার ভোগ করে থাকেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে বাক্‌স্বাধীনতা : সংবিধানের ১০৫ (১)নং ধারা পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে প্রতিটি সদস্যের বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই বিশেষাধিকারটি অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের সদস্যকে সংবিধান মেনে চলার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিয়মকানুনও মানতে হয়। যেমন কোনো সদস্য অন্য সদস্যের পক্ষে মানহানিকর কোনো উক্তি করলে তা সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে এই উক্তি প্রত্যাহার করে নিতে বা উক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(২) আদালতে অভিযুক্ত না হওয়ার অধিকার : পার্লামেন্টের ভিতরে বা কোনো কমিটিতে বক্তৃতা দেওয়া বা ভোটদানের জন্য কোনো সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা

যায় না। তাছাড়া পার্লামেন্টের যে-কোনো কক্ষের কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যবিবরণীর জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা যাবে না।

(৩) গ্রেফতার না হওয়ার অধিকার ঃ ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা অধিবেশন চলাকালীন অবস্থায় গ্রেফতার না হওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। বর্তমানে পার্লামেন্টের কোনো কক্ষ বা কমিটির অধিবেশন শুরু হওয়ার চল্লিশ দিন আগে এবং অধিবেশন শেষ হওয়ার চল্লিশ দিনের মধ্যে দেওয়ানি অভিযোগের দায়ে কোনো সদস্যকে গ্রেফতার করা যায় না। ফৌজদারি অভিযোগ বা নির্বতনমূলক আটক আইনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তবে এসব ক্ষেত্রে কোনো সদস্যকে গ্রেফতার করা হলে বা মুক্তি দেওয়া হলে সে ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে লোকসভার অধ্যক্ষ বা রাজসভার চেয়ারম্যানকে অবহিত করতে হয়। এ ছাড়া পার্লামেন্টের সীমানার মধ্যে কোনো সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যায় না। এমনকি লোকসভার স্পীকার বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া কোনো সদস্যকে ফৌজদারি শমন বা নোটিশ দেওয়া যায় না।

(৪) জরুরী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ঃ বিচারের সময় জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য পার্লামেন্টের কোনো সদস্যকে বাধ্য করা যায় না। এ ছাড়া অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কোনো সদস্যকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে হাজির থাকতে বাধ্য করা যায় না।

ভারতের পার্লামেন্টে অর্থবিল কীভাবে অনুমোদিত হয়?

উত্তর ঃ *ভারতের পার্লামেন্টে বা সংসদে অর্থবিল পাশ বা অনুমোদনের পদ্ধতি* ঃ ভারতীয় সংবিধানে ১১৯ নং ধারা অনুসারে কোনো অর্থবিল শুধুমাত্র লোকসভার উত্থাপন করা যায়, রাজ্যসভার নয়।

প্রথম পাঠ ঃ অর্থবিল উত্থাপনের সময় বিলটির শিরোনামটি পাঠ করা হয়। বিলটির প্রথম পাঠে বিলটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ এই পর্যায়ে বিলটির প্রতিটি ধারা-উপধারা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে সংশোধনসহ বা সংশোধন ছাড়া প্রতিটি ধারার উপর ভোট নেওয়া হয়। এরপর বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয়।

কমিটি পর্যায় ঃ কমিটি বিলটির যথার্থতা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে। প্রয়োজন হলে সংশোধনের সুপারিশসহ বিলটিকে লোকসভায় ফেরৎ পাঠায়।

তৃতীয় পাঠ ঃ এই পর্যায়ে বিলটির ওপর সামগ্রিকভাবে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। অবশেষে বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে অনুমোদিত হলে লোকসভায় গৃহীত হয়।

Scanned with CamScanner

রাজ্যসভা পর্যায় : অর্থবিলটি লোকসভায় গৃহীত হওয়ার পর রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। অর্থবিলকে সংশোধন বা বাতিল করার ক্ষমতা রাজ্যসভার নেই। বড়জোর রাজ্যসভা বিলটিকে ১৪ দিন আটকিয়ে রাখতে পারে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে বিলটি ফেরৎ না আসে তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে বিলটি সংসদে গৃহীত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি পর্যায় : সংসদে অর্থবিল গৃহীত হওয়ার পর তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি কোনো অর্থবিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরৎ পাঠাতে পারেন। অর্থবিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পরই অর্থবিল অর্থ আইনে পরিণত হয়ে যায়।

অধ্যক্ষের বা স্পীকারের কার্যাবলী আলোচনা কর।

উত্তর : *অধ্যক্ষের কার্যাবলী :* ভারতের অধ্যক্ষের পদ অত্যন্ত মর্যাদা পূর্ণ। তিনি লোকসভার প্রধান এবং লোকসভার চার দেওয়ালের মধ্যে তিনি হলেন সার্বভৌম বা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। অধ্যক্ষ যে ক্ষমতাবলি ভোগ করেন তা হল—

(ক) সভার শৃঙ্খলা বজায় রাখা : লোকসভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা তর্ক-বিতর্ক চলাকালে অনেক সময় শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়। তখন অধ্যক্ষ সভায় যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(খ) সভার কার্য পরিচালনা করা : লোকসভার কার্য পরিচালনার জন্য যে নিয়ম বিধি রয়েছে অধ্যক্ষ সেই অনুযায়ী লোকসভার সভাপতি হিসাবে সভার অধিবেশন পরিচালনা করেন।

(গ) অর্থবিল চিহ্নিতকরণ করা : কোনও বিল অর্থবিল কিনা সে সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিলে ওই ব্যাপারে অধ্যক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

(ঘ) সদস্যদের বিশেষাধিকার রক্ষা : লোকসভার সদস্যরা কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করেন। সেগুলি যাতে সদস্যরা যথাযথভাবে ভোগ করতে পারেন সে বিষয়ে নজর রাখেন।

(চ) সভার কাজ স্থগিত রাখা : যখন লোকসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকে এবং কোনো বিতর্ককে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন অধ্যক্ষ সভার কাজ স্থগিত রাখতে পারেন।

(ছ) নির্ণয়সূচক ভোট প্রদান : যদি কোনো বিলকে কেন্দ্র করে ভোটাভুটি হয় এবং সেই ভোটা-ভুটিতে সরকার ও বিরোধী পক্ষের ভোট সমান হয়ে যায় তাহলে অধ্যক্ষ বা স্পীকার ঐ বিলে নিজেই একটি নির্ণয় সূচক ভোট বা Casting vote দিয়ে সমাধান করেন।

মন্তব্য : আমরা পরিশেষে বলতে পারি যে, ভারতের লোকসভার অধ্যক্ষ পদ

Scanned with CamScanner

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দৃঢ়তা ও চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যক্ষের পদমর্যাদা নির্ধারণে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

স্পীকারের নিরপেক্ষতার উপর একটি টীকা লেখ।

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানে স্পিকারের পদটিকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। গণপরিষদে এ প্রসঙ্গে আলোচনার আগে পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন, স্পিকার লোকসভার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি সভার মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতীক। যেহেতু সভা সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করে, তাই স্পিকার জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক।

সংবিধান-রচয়িতারা স্পিকারের এই পদটিকে যতটা সম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ কমন্সসভার স্পিকারের অনুসরণে ভারতে লোকসভায় স্পিকারের এই ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। স্পিকারের নিরপেক্ষতা বিরোধী দলকে উপযুক্ত ভূমিকা পালনের সুযোগ দেয়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সভা পরিচালনা করে স্পিকারকে বিরোধী দলগুলির আস্থা অর্জন করতে হয়। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি একসময় বলেছিলেন, দলনিরপেক্ষতা হল আইনসভার সভাপতির আবশ্যিক যোগ্যতা। বস্তুত, বিরোধী দলের সক্রিয় ভূমিকার ওপর সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে।

স্পিকারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য আমাদের সংবিধানে কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন—লোকসভায় তর্কবিতর্ক বা বিলের ওপর ভোটাভুটিতে স্পিকার সাধারণত অংশগ্রহণ করেন না, স্পিকারের বেতন ও ভাতা লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ নয়, স্পিকারের পদচ্যুতির ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় ইত্যাদি। তবে দলনিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় স্পিকারের ক্ষেত্রে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্রিটেনের মতো এখানে স্পিকারের নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা দলীয় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এড়ানো যায় না। প্রাক্তন স্পিকার জি ভি মভলংকরের মতে, ভারতে স্পিকারের দলনিরপেক্ষ ঐতিহ্য গড়ে না ওঠায় এখানে স্পিকারের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

পার্লামেন্টের সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি আলোচনা কর।

উত্তর : পার্লামেন্টে অর্থবিল ছাড়া যে কোনো বিল যে কোনো কক্ষে উত্থাপন করা যায়। একটি বিলকে আইনে পরিণত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পর্যায়গুলির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়।

Scanned with CamScanner

(১) **প্রথম পর্যায় :** প্রথম পর্যায়ে বিল উত্থাপনকারী স্পীকারের অনুমতি নিয়ে লোকসভা বা রাজ্যসভায় বিলটি উত্থাপন করেন। বিল উত্থাপনের এই পর্যায়ে কেবলমাত্র বিলের **শিরোনামটি** পাঠ করা হয়। কোনো তর্ক বা আলোচনা করা হয় না। বিলটি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২) *দ্বিতীয় পর্যায়* **:** প্রথম পাঠ শেষ হলে লোকসভা বা রাজ্যসভায় নির্ধারিত দিনে বিলের দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয়। এই পর্যায়ে বিল উত্থাপক যে কোনো একটি প্রস্তাব করেন—(ক) বিলটি কক্ষ বিচার-বিবেচনা করুক, (খ) বিলটি নির্ধারিত কমিটির কাছে প্রেরণ করা হোক, (গ) বিলটি উভয় কক্ষের যৌথ কমিটির কাছে প্রেরণ করা হোক, (ঘ) বিলটি জনমত যাচাই করার জন্য প্রচার করা হোক। সাধারণভাবে বিলটি নির্ধারিত কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(৩) *তৃতীয় পর্যায়* **:** বিলটি কমিটিতে প্রেরিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কমিটি বিলটি বিচার-বিবেচনা করে। কমিটি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে, সংসদের বিভিন্ন সদস্যের বক্তব্য নথিভুক্ত করে। এই পর্যায়কে **কমিটি পর্যায়** বলে।

(৪) *চতুর্থ পর্যায়* **:** এই পর্যায়ে কমিটি তার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কক্ষে উপস্থাপিত করে। এই পর্যায়কে **রিপোর্ট পর্যায়** বলে। রিপোর্টটি আলোচনার পর গৃহীত হলে চতুর্থ পর্যায় শেষ হয়।

(৫) *পঞ্চম পর্যায়* **:** পঞ্চম পর্যায়কে **বিচার-বিবেচনা** পর্যায় বলে। এই পর্যায়ে বিলটির প্রতিটি ধারা ও উপধারা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় এবং বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রতিটি ধারা ও উপধারার ওপর ভোট গ্রহণ করা হয়।

(৬) *ষষ্ঠ পর্যায়* **:** এই পর্যায়ে বিলের উত্থাপক বিলটি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। **বিলটি পুরোপুরি গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।**

(৭) *সপ্তম পর্যায়* **:** পার্লামেন্টের একটি কক্ষে বিলটি গৃহীত হবার পর অন্য একটি কক্ষে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। অপর কক্ষেও অনুরূপ ছটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বিলটি অগ্রসর হয়। বিলটিকে কেন্দ্র করে উভয় কক্ষের মধ্যে কোনো মতবিরোধ সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে বিরোধের সমাধান করেন।

(৮) *শেষ পর্যায়* **:** বিলটি উভয় কক্ষে গৃহীত হবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। **রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।** রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিলে বিলটি পুনরায় উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য।

Scanned with CamScanner

ভারতে কোনো রাজ্যের রাজ্যপালের 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : *স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ :* সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলে উল্লিখিত রাজ্যপালের ৯টি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হল—

(১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোনো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকের দায়িত্ব রাজ্যপাল স্বাধীন ভাবে ঐ অঞ্চলের শাসনকার্যে পরিচালনা করতে পারেন।

(২) মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কয়েকটি অঞ্চলের উন্নতিকল্পের জন্য রাষ্ট্রপতি দুই রাজ্যপালের হাতে স্বতন্ত্র উন্নয়ন পর্ষদ গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন।

(৩) নাগাল্যান্ড, মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে ও সিকিমের অহিন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যপাল পালন করেন।

(৪) উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রশাসনিক এবং অসম ও স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের মধ্যে খনিজ সম্পদের লভ্যাংশের বণ্টনের বিষয়ে রাজ্যপাল নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

মন্তব্য : এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, রাজ্যপাল একদিকে যেমন রাজ্যের আনুষ্ঠানিক শাসক প্রধান, অপরদিকে তেমনি তিনি রাজ্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধানিক প্রতিভূ। আর এই দ্বৈত সত্তার বলেই রাজ্যপালগণ রাজ্যের প্রশাসনে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন।

প্রশাসক হিসাবে অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর : কেন্দ্রের মতো রাজ্যগুলিতেও সংসদীয় শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই শাসন ব্যবস্থার রীতিনীতি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যের মুখ্য প্রশাসক। সংবিধান অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীপরিষদ রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মন্ত্রীসভায় গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও নীতি সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করা মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য। রাজ্যপাল এসব ব্যাপারে কোনো কিছু জানতে চাইলে তাকে অবহিত করা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। রাজ্য মন্ত্রীসভার কোনো সদস্যের সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভায় বিবেচিত না হলে রাজ্যপাল তা বিবেচনার জন্য মন্ত্রীসভায় পাঠাতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন। তাদের পদে থাকা বা না থাকা মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন দপ্তরের নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত রাখতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন। সুতরাং রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ ও অপসারণ আলোচনা করো।

উত্তর : ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নির্বাচিত হতে হলে—ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে। কোন হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে কম করে পাঁচ বছর কাজ করতে হবে। তার পূর্বে অ্যাডভোকেট হিসাব অন্তত দশ বছর সুপ্রীম কোর্টে কাজ করতে হবে। এক কথায় বলা যায় একজন প্রখ্যাত আইনবিদ্ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন।

কার্যকাল : সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বছর পর্যন্ত নিজপদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন।

অপসারণ প্রক্রিয়া : অক্ষমতা, সংবিধান ভঙ্গ বা দুর্নীতিমূলক আচরণের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে পদচ্যুত করা যায়। তবে এই অধিকার এককভাবে রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়নি, এর জন্য প্রয়োজন পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মোট ৫১ শতাংশ উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। বিচারপতি নিয়োগের পূর্বে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচার পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শ গ্রহন করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের পূর্বে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক। তবে বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেহাতই তত্ত্বগত। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিচরপতিকে নিয়োগ করেন।

সংবিধানের অভিভাবক বা রক্ষাকর্তা হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা লেখো

উত্তর : সুপ্রিম কোর্ট একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, সর্বোচ্চ আপিল আদালত সংবিধানের অভিভাবক ও চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা এবং মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক।

পার্লামেন্টের আইন বা শাসনবিভাগেব আদেশ ও নির্দেশ সংবিধান বিরোধী হলে সুপ্রিম কোর্ট তা অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট আইন ও আদেশ বাতিল হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের এই বিশেষ ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বা Power of Judicial Review বলে।

সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় সংবিধানের যে কোনো অংশের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্টের এই ব্যাখ্যা অস্বীকার করার মতো ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই।

Scanned with CamScanner

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির যথাযথ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের ভারতীয় সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের এই ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্ট নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন লেখ, আদেশ ও নির্দেশ করে থাকেন (৩২ এবং ২২৬ নং ধারা)। এগুলো হল বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় নির্যাতনমূলক আটক আইনের ১৪নং ধারাটিতে বাতিল করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংবিধানের অভিভাবক বা রক্ষাকর্তা হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা লেখো।

উত্তর : সুপ্রিম কোর্ট একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, সর্বোচ্চ আপিল আদালত, সংবিধানের অভিভাবক ও চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা এবং মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক।

পার্লামেন্টের আইন বা শাসনবিভাগের আদেশ ও নির্দেশ সংবিধান বিরোধী হলে সুপ্রিম কোর্ট তা অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট আইন ও আদেশ বাতিল হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের এই বিশেষ ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বা Power of Judicial Review বলে।

সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় সংবিধানের যে কোনো অংশের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্টের এই ব্যাখ্যা অস্বীকার করার মতো ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির যথাযথ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের ভারতীয় সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের এই ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্ট নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন লেখ, আদেশ ও নির্দেশ করে থাকেন (৩২ এবং ২২৬ নং ধারা)। এগুলো হল বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় নির্যাতনমূলক আটক আইনের ১৪নং ধারাটিতে বাতিল করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোন একটি অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ কর।

উত্তর : *ক্ষমতা ও কার্যাবলী* : ভারতীয় সংবিধানে সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে হাইকোর্টের ক্ষেত্রে সেইরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। সাধারণভাবে হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) *মূল এলাকা সংক্রান্ত ক্ষমতা* : অঙ্গরাজ্যের রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় হাইকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতার অন্তর্গত। অনেকক্ষেত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাকে মূল

এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে বর্তমানে ফৌজদারি মামলাকে মূল এলাকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

(২) *আপিল এলাকা সংক্রান্ত* : হাইকোর্ট হল রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত। দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে জেলা জজ এবং সহকারী জেলা জজের রায় এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। এছাড়া হাইকোর্টের কোনো বিচারকের একক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়।

(৩) *নির্দেশ বা লেখ জারির ব্যাপারে* : হাইকোর্ট নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি আদেশ জারি করতে পারে। অবশ্য জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে এই ক্ষমতা সংশোধিত হয়।

(৪) *তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা* : হাইকোর্ট নিজ এলাকার অন্তর্ভুক্ত সামরিক আদালত ছাড়া অন্যান্য আদালত এবং প্রশাসনিক আদালতে তত্ত্বাবধান করতে পারে। অধঃস্তন আদালতে কর্মচারীগণ কিভাবে খাতাপত্র ও হিসাবপত্র রাখবে বিষয়ে নির্দেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে।

(৫) *মামলা গ্রহণের ক্ষমতা* : অধঃস্তন কোনো আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত থাকলে সেই মামলাটি হাইকোর্ট নিজে গ্রহণ করতে পারে।

(৬) *নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষমতা* : হাইকোর্ট অধঃস্তন আদালত গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জেলা জজের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যপাল হাইকোর্টে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাছাড়া, অন্যান্য আদালতের কর্মচারীদের পদচ্যুতির বিষয়ে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নেন।

প্র: নির্বাচন কমিশনের গঠন ও পদচ্যুতি আলোচনা কর।

উত্তর : সংসদীয় গণতন্ত্রে সুষ্ঠু ও স্বাধীন নির্বাচন পরিচালনার প্রক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংস্থার হাতে অর্পণ করেছেন, যার নাম হল নির্বাচন কমিশন। এক্ষেত্রে সংবিধান পরিষদ কানাডার ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেছে।

গঠন : সংবিধানের ৩২৪ (২) ধারায় বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশন একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের নিয়ে গঠিত হবে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক রয়েছেন। প্রতি জেলায় একজন জেলা নির্বাচনী অফিসার নিয়োগেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপতি এক অধ্যাদেশ জারি করেন বর্তমানে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনে রূপান্তরিত করেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সহযোগী দুই কমিশনারকে সমমর্যাদা ও সমক্ষমতাসম্পন্ন বলে ঘোষণা করা হয়।

কার্যকাল ঃ পার্লামেন্ট প্রণীত আইনানুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের চাকুরির শর্তাদি স্থির করেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারসহ দুই সহযোগী নির্বাচন কমিশনারের কার্যকাল ৬ বছর। প্রমাণিত অকর্মণ্যতা এবং অসদাচরণের অভিযোগক্রমে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পার্লামেন্টের উভয়পক্ষের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করতে পারেন।

ভারতের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উত্তর ঃ *ভারতের দলীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ*

ভূমিকা ঃ প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে দল এবং দলীয় ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এবং ভূমিকা থাকলেও প্রতিটি দেশের দলীয় ব্যবস্থা কিন্তু এক নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাই ভারতের দলীয় ব্যবস্থাও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(১) *রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ঃ* ভারতের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি ছিল না। ১৯৮৫ সালে সংবিধানের ৫২তম সংশোধনী আইনে সর্বপ্রথম ভারতের দলীয় ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া সংসদে পাস করা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে রাজনৈতিক দলের উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) *দলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীর বৈচিত্র্য ঃ* ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব দেখা যায়। এই বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের জন্য কোনো দল স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে উদ্যোগ হয়। আবার কোনো দল দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

(৩) *দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ঃ* উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সংসদীয় ব্যবস্থায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই কাম্য। কিন্তু ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অথচ ওই ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

(৪) *বহুদলীয় ব্যবস্থা ঃ* ভারতের বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কারণ এখানে আদর্শের পরিবর্তে জাত-পাত, ধর্ম ও আঞ্চলিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠায় ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহুদলের আবির্ভাব ঘটেছে।

(৫) *দলের উৎস ঃ* ভারতের দলব্যবস্থার অভিনব বৈশিষ্ট্য হল অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি সৃষ্টির উৎস অভিন্ন। সারা ভারতের প্রায় সব দলের (কমিউনিস্ট পার্টি বাদে) জন্ম কংগ্রেস থেকে হয়েছে। এমনকি জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলির জন্মও কংগ্রেস থেকে হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৫০

ভারতীয় সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি আলোচনা কর।

উত্তর : ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সিক্রী সার্বভৌম ক্ষমতা, সাধারণতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, কেন্দ্র ও রাজ্যর মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন প্রভৃতিকে সংবিধানের মৌল কাঠামো হিসাবে চিহ্নিত করেন। আবার, বিচারপতি গ্রোভার এবং বিচারপতি সেলাত এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন ও জাতীয় ঐক্য, মৌলিক অধিকার এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাকে মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যা করেন। মিনার্ভা মিলস মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগীয় সমীক্ষাকে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাঠামো হিসাবে অভিহিত করলেও আরো কী কী বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

এখানে উল্লেখ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ন্যায় ভারতে কোন সংবিধান সভা আহ্বান করে সংশোধনের কোনো ব্যবস্থা নেই। পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে ক্ষমতাসীন দল খুব সহজেই সংবিধানের সংশোধন করতে পারে। তাছাড়া ২৪ তম সংশোধন অনুসারে সংবিধান সংশোধন বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রদান বাধ্যতামূলক হওয়ায় সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির কোন কার্যকারী ভূমিকা নেই। কেন্দ্র এবং অর্ধেক রাজ্যে কোন একটি রাজনৈতিক দলের গরিষ্ঠতা থাকলে ভারতীয় সংবিধানের সব অংশ সুপরিবর্তনীয় হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য দেখা যায় যে বিগত দু'শো বছরের বেশি সময়ের সাংবিধানিক ইতিহাসে মার্কিন সংবিধান যেখানে মাত্র ২৭ বার সংশোধিত হয়েছে সেখানে ভারতীয় সংবিধান গত পঞ্চাশ বছরে (২০০০ সাল পর্যন্ত) ৮০ বার সংশোধিত হয়েছে। এইভাবে ঘন ঘন সংবিধান পরিবর্তনে সংবিধানের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা যেতেই পারে। অবশ্য অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গতিশীলতা বজায় রাখার জন্যই এই নমনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

১০ নম্বরের

বিঃ দ্রঃ সাজেশনে দেওয়া ১০ নম্বরের সব প্রশ্নের উত্তর পড়তে হবে।

প্রতিটি প্রশ্নের মান—১০

ভারত একটি "সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" উক্তিটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি "সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এদের অর্থ ও তাৎপর্য হল নিম্নরূপ।

(১) সার্বভৌম : ভারত রাষ্ট্র সার্বভৌম কিনা তা জানতে হলে সার্বভৌমিকতা বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করা প্রয়োজন। সার্বভৌমিকতার অর্থ রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ সর্বশ্রেষ্ঠ ও অবাধ ক্ষমতাকে বোঝায়। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার দুটি প্রধান দিক আছে—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রের চরম, চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে পরিচালিত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের ক্ষমতাকে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলা হয়। তাই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সার্বভৌম কথাটির তাৎপর্য হিসাবে বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ কী অভ্যন্তরীণ কী বাহ্যিক ব্যাপারে সকল নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। ভারত স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ করতে পারবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ইচ্ছামত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।

(২) 'সমাজতান্ত্রিক' : ভারতের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনার 'সমাজতান্ত্রিক' কথাটি ছিল না। তবে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সে ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। তবে সমাজতন্ত্র বলতে এমন একটি সমাজব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে উৎপাদনের উপাদানগুলির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে 'মিশ্র অর্থনীতির' মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

(৩) 'ধর্মনিরপেক্ষ' : 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ হল রাষ্ট্র কোনোও বিশেষ ধর্মকে সাহায্য করবে না কিংবা এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না। ধর্ম হল মানুষের অন্তরের বিষয়। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী নিজস্বভাবে ধর্মাচরণ করবে, রাষ্ট্র এখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ এই ব্যাখ্যা গৃহীত হয়নি, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অনন্তশায়ানাম্ আয়েঙ্গারের মতে, ধর্মনিরপেক্ষ কথার অর্থ হল কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্র সাহায্য করবে না। তবে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে ভারত অধার্মিক রাষ্ট্র। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ হল 'সব ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদান অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ ধর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে না।

(৪) 'গণতান্ত্রিক' : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে কাঠামোগত দিক থেকে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সাম্য, ন্যায় ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রূপটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো অর্থনৈতিক অধিকার সংবিধানের স্থান না পাওয়ায় অনেকে মনে করেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতে গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে উঠতে পারেনি। যাইহোক, ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, এখানে শুধুমাত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান রয়েছে, যা শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সাধারণতন্ত্র : প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সাধারণতন্ত্র' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্র এমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা অর্জন করেন না এবং যেখানে শাসনক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর মতো বংশানুক্রমিক শাসক নন। তবে ভারত কমনওয়েলথ-এর সদস্য হওয়ায় অনেকে এর সাধারণতান্ত্রিক চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই ধরনের সন্দেহ প্রকাশ অমূলক, কারণ কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ গ্রহণ বা বর্জন সম্পূর্ণ ভাবে স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার।

মন্তব্য : আমরা পরিশেষে বলতে পারি যে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' সংযোজিত হয়েছে ত

Scanned with CamScanner

নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একারণের জন্যই যে এরাই রক্ত মাংস সংযোজিত করে তাকে বাস্তবায়িত করে তোলে। এই আদর্শগুলিই ভারতীয় সংবিধানের প্রাণস্বরূপ।

সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উত্তর ঃ সংবিধান হল একটি দেশের ঐতিহাসিক দলিল। ভারতীয় সংবিধান প্রধানত উদারনৈতিক আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই সংবিধান বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

(১) ***বৃহৎ ও জটিল সংবিধান*** ঃ ভারতীয় সংবিধান হল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল সংবিধান। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে ৪৫০টিরও অধিক ধারা, অসংখ্য উপধারা এবং ১২টি তালিকা বা তপশিল (Schedule) রয়েছে। এর ফলে ভারতীয় সংবিধান বিস্তৃত ও জটিল রূপ ধারণ করেছে।

(২) ***সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সংমিশ্রণ*** ঃ সংশোধন পদ্ধতির দিক থেকে ভারতীয় সংবিধান ব্রিটেনের সংবিধানের ন্যায় সুপরিবর্তনীয় বা মার্কিন সংবিধানের ন্যায় দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। ভারতে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা এবং স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য ভারতীয় সংবিধানে এক মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) ***লিখিত সংবিধান*** ঃ মার্কিন সংবিধানের ন্যায় ভারতীয় সংবিধান হল লিখিত সংবিধান। এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে। অবশ্য ব্রিটেনের ন্যায় কিছু কিছু অলিখিত নিয়ম লক্ষ্য করা যায়।

(৪) ***সংবিধানের প্রাধান্য*** ঃ ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংবিধানের প্রাধান্য। সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধান হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং নাগরিক অধিকারের প্রধান উৎস। আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগে সংবিধান বিরোধী আইন প্রয়োগ করলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে সংবিধানকে রক্ষা করে।

(৫) ***মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য*** ঃ ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কয়েকটি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই অধিকারগুলি হল ঃ সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মের অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ১০টি মৌলিক কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ সংবিধান মান্য করা, জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা, ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(৬) *নির্দেশমূলক নীতি* : মৌলিক অধিকার ছাড়া ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতির সংযোগ করা হয়েছে। এই নীতিগুলির মধ্যে কর্মের সুযোগ, নারী-পুরুষের সমান মজুরি, বৃদ্ধ অবস্থায় সাহায্য প্রাপ্তি, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(৭) *সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র* : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ দিক থেকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বৃহৎ শিল্প, ব্যাংক ইত্যাদি জাতীয়করণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, কারণ রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সমর্থন অথবা ধর্মের বিরোধিতা করে না।

(৮) *যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণ* : ভারতীয় সংবিধান আকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয়। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, ক্ষমতা বণ্টন, সংবিধান ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ইত্যাদি ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য। তবে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে সংবিধান ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক প্রাধান্য দান করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় ব্যতীত রাজ্য ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী।

(৯) *বিচার বিভাগের প্রাধান্য* : ভারতীয় সংবিধানে বিচারবিভাগের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে পারে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা করতে পারে। তবে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বিচার বিভাগের প্রাধান্যকে হ্রাস করে পার্লামেন্টীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত স্বাধীনতার অধিকার সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে স্বাধীনতার অধিকারটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার অধিকার মানুষের স্বাভাবিক অধিকার এবং অধিকারটি গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য। সংবিধানের ১৯—২২ নং ধারাগুলিতে এই অধিকারটি বর্ণিত হয়েছে।

১৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলির সংখ্যা বর্তমানে ৬ টি। এগুলি হল—(১) বাক্ বা মতামত প্রকাশের অধিকার ; (২) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার ; (৩) সমিতি ও ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা ; (৪) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা ; (৫) ভারতের যে কোনো অংশে স্বাধীনভাবে

বসবাস করার স্বাধীনতা ; (৬) যে কোনো বৃত্তি বা পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্য করার স্বাধীনতা।

উপরিউক্ত ছয় প্রকার অধিকার অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। কারণ অবাধ স্বাধীনতার অর্থ হল স্বেচ্ছাচারিতা, যা সমাজের অকল্যাণ ডেকে আনে। তাই ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে দেশের সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জনশৃঙ্খলা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন, আদালত অবমাননা প্রভৃতি কারণে এই স্বাধীনতার অধিকারের উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সংবিধানের ২০ নং ধারায় অপরাধ এবং অপরাধী সংক্রান্ত তিনটি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল—

(১) ২০(১) নং ধারায় বলা হয়েছে একই অপরাধের জন্য একই ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

(২) ২০(২) নং ধারায় বলা হয়েছে একই অপরাধের জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

(৩) ২০(৩) নং ধারায় বলা হয়েছে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতির কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে আদালত বিচার করে দেখবে যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়েছে সেটা বৈধ কিনা।

ভারতীয় সংবিধানে ২২ নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অবৈধ গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের অধিকার। এই ধারা অনুসারে—

(১) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করার পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে।

(২) আটক ব্যক্তিকে নিজ পছন্দমত আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ঐ আইনজীবীকে নিযুক্ত করার অধিকার দিতে হবে।

(৩) গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে আটক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করতে হবে। তবে এইসব সুযোগ সুবিধা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে ধৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

ভারতীয় সংবিধানে ১৯—২২ নং ধারাগুলিতে যে সব স্বাধীনতার অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাষ্ট্রকে যে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী দলীয় সরকার সেই ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটাতে পারে।

Scanned with CamScanner

তাছাড়া নিবর্তনমূলক আটক ব্যবস্থাকে সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী বলে সমালোচনা করা হয় এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

সবশেষে বলা যায় সংবিধানে বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারটির অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে ঐ অধিকারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অধিকারটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : যে সমস্ত আদর্শের উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্র সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠতে পারে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল সাম্য। ভারতীয় সংবিধানে ১৪—১৮ নং ধারাগুলিতে সাম্যের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ১৪—১৮ নং ধারায় বর্ণিত সাম্যের অধিকারগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে ভারতীয় ভূখন্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য অথবা আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার অস্বীকার করবে না। সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যনীতির ব্যতিক্রমগুলি হল রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপাল গণ নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তার কাজের জন্য আদালতের নিকট দায়বদ্ধ নয়। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরও করা যায় না।

সংবিধানে ১৫(১) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতির কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক কোনো আচরণ করবে না। এই সমস্ত কারণের জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল, রেস্তোঁরা অথবা রাষ্ট্রীয় অর্থে পরিচালিত নলকূপ, জলাশয়, স্নানের ঘাট জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে কোন নাগরিকের প্রবেশের উপর কোন শর্ত বা বাধা নিষেধ আরোপ করা যাবে না। তবে স্ত্রীলোক, শিশু, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণী, তপশিলী জাতি ও উপজাতির নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেইসব ব্যবস্থা সাম্য নীতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

সংবিধানে ১৬ নং ধারা অনুসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্যের জন্য কোন নাগরিক সরকারী চাকরী বা পদের নিয়োগের ব্যাপারে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। অবশ্য এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন রাষ্ট্র সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে বসবাসগত শর্ত আরোপ করতে পারে, অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র সরকারী পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

Scanned with CamScanner

সংবিধানে ১৭ নং অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন করা হয়েছে এবং অস্পৃশ্যতার আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে পার্লামেন্ট অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অপরাধ আইন পাশ করে। তবে এক্ষেত্রে ছোয়াঁচে রোগীর ব্যাপারে এই নীতি বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

সংবিধানে ১৮ নং ধারায় সামরিক কিংবা শিক্ষা বিষয়ক উপাধি ছাড়া অন্য কোন উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া কোনো ভারতীয় নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান দানের জন্য ভারতীয় সরকার ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ ও পদ্মশ্রী প্রভৃতি উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেন।

ভারতীয় সংবিধানে সাম্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান গণতন্ত্রের পথে একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১৪—১৮ নং ধারাগুলিতে যেসব সাম্যের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতির। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্যের বিষয়টি পুরোপুরি অবহেলিত থেকে গেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক, আইনগত ও সামাজিক অধিকার প্রহসনে পরিণত হয়।

ভারতে সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিকারটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ *ভারতের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঃ*

ভূমিকা ঃ ভারতের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ, কথাটি উল্লেখ না থাকলেও ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটিকে প্রস্তাবনায় সংযোজিত করা হয়েছে। ভারতের একদল মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার পরিণতি হল ভারত বিভাজন। তবুও ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ ধর্মের এই দেশ বিভাজনের ঘটনা এবং দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাই ভারতীয় সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ ঃ ভারতীয় অর্থে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বা ধর্ম বিরোধিতা বোঝায় না। বলা হয় যে, ভারতীয় রাষ্ট্র ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মতে, ধর্মনিরপেক্ষ বলতে অধার্মিক (Irreligion), ধর্মবিরোধী (Antireligion) বা ধর্মবিষয়ে উদাসীন (Indifferent to religion) বোঝায় না।

Scanned with CamScanner

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার : উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত যে ধর্মনিরপেক্ষ তা প্রমাণ করার জন্য সংবিধানে ২৫ নং, ২৬ নং, ২৭ নং ও ২৮ নং ধারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ধারাগুলি পৃথক পৃথক ভাবে নিম্নে আলোচনা করা হল—

২৫ নং ধারায় ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ : সংবিধানের ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা অনুযায়ী ধর্মগ্রহণ, ধর্মপালন ও ধর্ম প্রচার করার অধিকার রয়েছে।

ব্যতিক্রম : তবে রাষ্ট্র ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে না পারলেও (ক) জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারের স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারটির ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারে। (খ) বিশেষ কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোনো ধর্মাচরণের অঙ্গ কিনা তা বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। (গ) সংবিধানে একথা বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক (economic), আর্থিক (finanicial) ,রাজনৈতিক (political) কিংবা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (ঘ) এছাড়াও সামাজিক কল্যাণ (Social Welfare) সাধন ও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

২৬ নং ধারায় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও তার নিয়ন্ত্রণ : ভারতের সংবিধানে ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বাধীনতা থাকবে। এতে বলা হয়েছে এরা যে সব অধিকার ভোগ করতে পারবে তা হল— (ক) ধর্ম ও সেবামূলক কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। (খ) নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে যে কোনো কাজ বা কর্মসূচী পরিচালনা করতে পারবে। (গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, দখল ও আইন অনুসারে সে সব সম্পত্তি পরিচালন করতে পারবে।

ব্যতিক্রম বা নিয়ন্ত্রণ : তবে রাষ্ট্র আইনশৃঙ্খলা (ক) নৈতিকতা, (খ) গণ স্বাস্থ্যজনিত কারণে আলোচ্য অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারবে।

২৭ নং ধারায় কর দান নিষিদ্ধ করণ : ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষনাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে বা সম্প্রদায়কে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না।

২৮ নং ধারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাদান নিয়ন্ত্রণ : ভারতের সংবিধানের ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে (১) রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাবে না। (২) আবার, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার দ্বারা অনুমোদিত ও সরকারের সাহায্য পেয়ে থাকে, সেখানেও শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর

Scanned with CamScanner

অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে না। (৩) কোনো দাতা বা অছি দ্বারা ধর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হলেও সেখানে বাধ্যতামূলক ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

মন্তব্য : উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, তত্ত্বগত দিক থেকে ভারতবর্ষকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি জানানোতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে কেবলমাত্র সাংবিধানিক ও আইনগত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতার যথার্থ মর্ম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীলতার মনোভাব এক্ষেত্রে প্রয়োজন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল এই যে, ভারতের জটিল সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম ও রাজনীতি আজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হিন্দু মৌলবাদীদের খুশি করার জন্য রামমন্দিরের নির্মাণ হয়েছে। আবার মুসলমান মৌলগোষ্ঠীদের সন্তুষ্ট করার জন্য শরিয়ৎ আইন পাশ করা হয়েছে। এরই মাঝে পড়ে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি আজ আক্রান্ত, বিভ্রান্ত ও বিপদাপন্ন।

৬। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। এই প্রসঙ্গে নির্দেশমূলক নীতিগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬ থেকে ৫১ পর্যন্ত মোট ১৬টি ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ-মূলক নীতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই নীতিগুলিকে মোট চার ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) ***সমাজতান্ত্রিক নীতি :***

(১) ৩৮ নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলে জনকল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হবে।

(২) ৩৯ নং ধারা রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত নীতিগুলি রূপায়ণ করার কথা ঘোষণা করেছে।

(১) নারী পুরুষ সব নাগরিকদের পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জন ও ভোগ করার অধিকার আছে।

(২) সমাজের বস্তুগত সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমন ভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে সমাজের সর্বাত্মক কল্যাণ হয়।

(৩) সমাজের সম্পদ ও উৎপাদনের উৎসগুলি যাতে মুষ্টিমেয়ের হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে জনগণের ক্ষতির কারণ না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৪) নারী পুরুষ সকলকে একই রকম কাজের জন্য একই রকম মজুরি দিতে হবে।

(৫) নারী পুরুষ সব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং শিশুদের কোমল বয়সের যাতে

Scanned with CamScanner

অমর্যাদা না হয়, অর্থনৈতিক চাপের ফলে নাগরিকরা যাতে তাদের বয়স ও শক্তির পক্ষে অনুপযোগী কোন কাজ করতে বাধ্য না হয়।

(খ) *প্রশাসনিক নীতি :*

(১) ৪০ নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলবে এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন হিসাবে কাজ করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া হবে।

(২) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার জন্য চেষ্টা করা হবে।

(৩) সমগ্র রাষ্ট্রে সব নাগরিকদের একই রকম দেওয়ানী বিধি (civil code) প্রবর্তনের চেষ্টা করা হবে (৪৪) ধারা)।

(গ) *প্রগতিশীল নীতিসমূহ :*

(১) সংবিধান কার্যকর হবার ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত বালক বালিকারা যাতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে (৪৫ ধারা)।

(২) ওষুধের প্রয়োজন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে মদ বা মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে (৪৭ ধারা)।

(৩) অনুন্নত জাতি, বিশেষকরে তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক স্বার্থের উন্নতি ও তাদের সামাজিক অন্যায় ও অন্য ধরণের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র যত্নবান হবে (৪৬ ধারা)।

(৪) গরু, গোবৎস প্রভৃতি উপকারী গৃহপালিত জন্তু ও অন্যান্য দুগ্ধবতী ও ভারবাহী পশুহত্যা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করবে (৪৮ ধারা)। ৪২ তম সংশোধনীতে (১৯৭৬) ৪৮ (ক) ধারা যুক্ত করে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতি করার জন্য রাষ্ট্র চারুকলা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হবে (৪৯ ধারা)।

(ঘ) *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি বিষয়ক নীতি :*

(১) সংবিধানের ৫১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায় সম্মত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদের ব্যাপারে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

এছাড়া আরও কয়েকটি নীতি উল্লেখযোগ্য, যেমন,—(১) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্তব্য [৩৫০ (ক) ধারা] । (২) কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি ভাষা প্রসারের জন্য চেষ্টা করবে (৩৫১ ধারা)। (৩) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীনস্থ চাকরিতে

নিয়োগের ক্ষেত্রে তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিদের দাবীকে সম্ভবমত বিবেচনা করতে হবে (৩৩৫ ধারা)।

সমালোচনা : অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞ নির্দেশমূলক নীতিগুলি সমালোচনা করে বলেছেন যে, সেগুলি অস্পষ্ট। এগুলি জনগণকে কোন ধরণের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি এবং এগুলি আদালতে বলবৎ যোগ্যও নয়। এই নীতিগুলি প্রয়োগ করার জন্য সংবিধানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়নি। তাই তাদের মতে, নীতিগুলি কিছু 'সৎ সিদ্ধান্ত' বা 'নববর্ষের সিদ্ধান্তে'র মত।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্কটি আলোচনা কর।

উত্তর : সংযুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণ ও উন্নতির স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। তাই উভয় সরকারের মধ্যে বহুমুখী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির শাসন বিভাগীয় সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। ফলে উভয় সরকারের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টনের বিষয়টি অনেকটা জটিল আকার ধারণ করেছে। ভারতীয় সংবিধানের ২৫৬ থেকে ২৬৩ ধারার মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সংবিধানের ৭৩ ধারায় কেন্দ্রের ও ১৬২ ধারায় রাজ্যের প্রশাসনিক এক্তিয়ারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে সব বিষয়ে সংসদ আইন করতে পারে, সে সব বিষয় তাদের শাসন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র ভারত জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত। আবার ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের বাইরেও কেন্দ্র তার প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করতে পারে। অপর দিকে অঙ্গরাজ্যের সীমানার মধ্যেই রাজ্যের প্রশাসনিক অধিকার সীমাবদ্ধ (১৬২ ধারা)। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে প্রশাসনিক সংঘর্ষ এড়াবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(ক) ২৫৬ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে সংসদের আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশাসন পরিচালনা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের আইন কার্যকর করা রাজ্য সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এছাড়া প্রয়োজনে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে প্রশাসনিক নির্দেশ দিতে পারে।

(খ) ২৫৭ (১) ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার এমনভাবে শাসন প্রয়োগ করবে যাতে কেন্দ্র সরকারের শাসন কাজে বাধা সৃষ্টি না হয়।এ বিষয়েও প্রয়োজনে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। যেমন তপসিলী উপজাতিদের উন্নয়ন (৩৩৯ (২) ধারা), সংখ্যালঘু ভাষাভাষী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা (৩৫০ (৩) ধারা), হিন্দী ভাষার উন্নতি (৩৫১ ধারা) ইত্যাদি।

(গ) সংবিধানের ২৫৭ (২) (৩) ধারা অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাজ্যের অন্তর্গত রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ করার নির্দেশ দিতে পারে। তবে এই নির্দেশ রূপায়ণের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব কেন্দ্রের।

(ঘ) সংবিধানের ২৫৮ (১) ধারা মতে রাজ্যের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ওপর শর্তসাপেক্ষে বা শর্তহীন ভাবে কিছু বিশেষ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার কেন্দ্র বহন করবে। আবার সংসদ নিজক্ষেত্রে কোন আইন প্রণয়ন করে রাজ্যের মন্ত্রী বা আমলাকে সেই আইন বলবৎ করার নির্দেশ দিতে পারে। সে জন্য রাজ্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয় না এবং সেই নির্দেশ পালন করা বাধ্যতামূলক।

(ঙ) সংবিধানের ২৬২ ধারা মতে আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকাগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিবাদ হলে তার মীমাংসার জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংসদ আইনের মাধ্যমে এসব ক্ষেত্রে কোন আদালতের এক্তিয়ার বন্ধ করতে পারে। সংসদ এভাবে আন্তঃরাজ্য জলবিরোধ আইন ১৯৫৬ পাশ করেছে যার ফলে রাজ্য সমূহের অনুরোধক্রমে কেন্দ্র ট্রাইবুনাল গঠন করতে পারে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ ট্রাইবুনালের রায় মানতে বাধ্য থাকবে।

(চ) সংবিধানের ২৬৩ ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিবাদ হলে রাষ্ট্রপতি আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Interstate council) গঠন করতে পারেন। তার কাজ হবে বিরোধের কারণ অনুসন্ধান, কেন্দ্র রাজ্য সাধারণ স্বার্থ বিশ্লেষণ ও সংহতি সাধন ইত্যাদি। এভাবে বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রপতি 'কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষদ', 'কেন্দ্রীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন পর্ষদ' ইত্যাদি গঠন করেছেন।

(ছ) সংবিধানের ৩১২ ধারা অনুযায়ী সারা দেশে একই ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করার উদ্দেশ্যে শাসন বিভাগীয় ও পুলিশ বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দ্বারা মনোয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসব কর্মচারী রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করেন ও রাজ্যের কোষাগার থেকে তাদের বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের কাজের শর্তাদি ও বেতনক্রম কেন্দ্র স্থির করে থাকে।

(জ) বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ক্ষেত্রে বা তেমন সম্ভাবনা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সারাদেশের বা তার অংশ বিশেষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন (৩৫২ ধারা)। জরুরী অবস্থায় রাজ্যের শাসন বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মত চলতে বাধ্য থাকে।

(ঝ) কোন রাজ্য কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ অমান্য করলে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন (৩৫৬ ধারা)। তাছাড়া শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য কোন রাজ্য সরকার ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করতে পারেন। এভাবে রাজ্যপাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হস্তগত

Scanned with CamScanner

করতে পারেন। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নামে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভাই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন।

(ঞ) এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা রক্ষার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী (CRP), সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (B S F), শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (C I M F) প্রভৃতি আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে পারে, এর জন্য রাজ্য সরকারের সম্মতির প্রয়োজন হয় না।

উপসংহার : ভারতে কেন্দ্র রাজ্য আইনগত সম্পর্কের মত প্রশাসনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের ব্যাপারটি লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সংবিধান নির্দেশিত সব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে যায়, তবে ভারতে সংযুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। কিন্তু জাতি, ধর্ম ও জাত-পাতে বিভক্ত ভারতের মত বিশাল দেশের পক্ষে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা অনেকে স্বীকার করে থাকেন। তার মধ্যে সত্তরের দশকের পর ভারতে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান হবার পর থেকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নতুন দিকে মোড় নিয়েছে।

বর্তমানে শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়ন ও জনকল্যাণের স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের পরিবর্তে সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনও আন্তঃ রাজ্য পরিষদ গঠন করে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক (রাজস্ব) সম্পর্ক আলোচনা কর।

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের পৃথক পৃথক অর্থের উৎস সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক ভারসাম্যহীনতা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি প্রধান সমস্যা। পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা না থাকলে অঙ্গরাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় এবং সে ক্ষেত্রে তাদের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয়। সুতরাং এমন একটি সুচিন্তিত পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যার মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে।

আলোচনার সুবিধার্থে ভারতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের বিবরণটিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) করধার্যের ক্ষমতা এবং কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব বন্টন : ভারতীয় সংবিধানে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র এবং রাজ্য এই দুটি তালিকায় ভাগ করেছে। রাজস্ব সম্পর্কিত অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। কতকগুলি কর আছে যা কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করলেও রাজ্য করগুলি সংগ্রহ ও ভোগ করে। আবার কতকগুলি কর আছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও সংগ্রহ করে কিন্তু সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে

বন্টন করে দেওয়া হয়। এছাড়াও কতকগুলি কর আছে যা কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য এবং সংগ্রহ করে কিন্তু সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বন্টিত হয়। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিকে কর ধার্য করার ক্ষমতা রাজ্য আইনসভার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে নানা প্রকার বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

(খ) *কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান প্রদানের ক্ষমতা :* সংবিধানে ২৭৫ নং ধারায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে অনুদান প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোন রাজ্যকে কত অনুদান দেওয়া হবে তা পার্লামেন্ট স্থির করে দেয়। এই অনুদান প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা, রাজ্যগুলিকে রাজস্ব ঘাটতি পূরণে এবং উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে সাহায্য করা।

(গ) *ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা :* সংবিধানে ২৯২ নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ২৯৩ নং ধারা অনুসারে রাজ্য সরকারগুলি কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরে ঋণ গ্রহণ করতে পারে, বিদেশ থেকে নয়, অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলিকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে চলতে হয়।

(ঘ) *অর্থ কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিষয় :* সংবিধানের ২৮০ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রতি ৫ বছর অন্তর একটি অর্থ কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন প্রধানত দুটি বিষয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করেন। (১) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থ বন্টন বিষয়ের নীতি নির্ধারণ করা। (২) ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে কোন রাজ্যকে কতটা পরিমাণ আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে তা স্থির করা।

কেন্দ্র রাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের বিষয়টি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভারতের সংবিধান প্রণেতারা আর্থিক বিষয়ে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে রাজ্যগুলিকে দুর্বল করে রাখতে এবং কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী করে রাখতে চেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যগুলি কেন্দ্ররাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবীতে বারংবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তবে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যগুলির দীর্ঘদিনের দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতে দেখা যাচ্ছে।

ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন বিষয়ক সংক্রান্ত সম্পর্কে সমালোচনামূলক একটি টীকা লেখ।

উত্তর : সংযুক্ত রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনের দরকার হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় সংবিধান শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করেছে. কানাডার সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের ক্ষমতা বন্টন করেছে। ভারতের সংবিধানের সপ্তম তফসিলে (Seventh Schedule) ক্ষমতার তিন ধরনের বিভাগ করা হয়েছে, কেন্দ্র তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা।

Scanned with CamScanner

(১) প্রথম সূচি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তালিকায় বর্তমানে ৯৯ টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের মাত্র ১৮ টি বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতে কেন্দ্রীয় সূচিতে প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি, ব্যাংক, জীবন বীমা, অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় শুল্ক ও কর ব্যবস্থার বিষয়গুলি আছে।[২৪৬ (১) ধারা]

(২) দ্বিতীয় সূচি অর্থাৎ রাজ্য সূচিতে বর্তমানে ৬১ টি বিষয়ের উল্লেখ আছে যার ওপর রাজ্য বিধানসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। এর মধ্যে আছে আইন শৃঙ্খলা, পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত, জল সরবরাহ, কৃষি, অরণ্য, মৎস্য চাষ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। [২৪৬ (৩) ধারা।

(৩) তৃতীয় সূচি বা যুগ্ম সূচিতে বর্তমানে ৫২ টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত যার ওপর কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই আইন করতে পারে। এই বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল বিবাহ, দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ ও সংবাদপত্র, শ্রমিক কল্যাণ, শিক্ষা, পুস্তক, প্রেস, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি। তবে রাজ্য সরকারের আইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধ হলে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ হয় এবং রাজ্য আইনের অসঙ্গতিপূর্ণ অংশ বাতিল হয়ে যায়। এই তিন তালিকা উল্লেখ করা বিষয় সমূহ ছাড়া অবশিষ্ট কিছু বিষয় থেকে যায়। ভারতীয় সংবিধানে এই সব অবশিষ্ট ক্ষমতা কানাডার সংবিধানের মত কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে (২৪৮ নং ধারা)।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে তাদের নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করার অনন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত সব কটি বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন করার জন্য যদিও রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতা আছে, তবু বিশেষ ক্ষেত্রে সংসদ সেই সব বিষয়ের ওপরও আইন প্রণয়ন করতে পারে। সেই বিশেষ অবস্থানগুলি হল—

(ক) যদি রাজ্যসভার অধিবেশনে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের মোট দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, জাতীয় স্বার্থে রাজ্যসূচির কোনো একটির বিষয়ে সংসদের আইন করা প্রয়োজন [২৪৯ (১) ধারা], এ ধরনের আইনের মেয়াদ সাধারণত এক বছর, তবে রাজ্যসভা ইচ্ছা করলে এই মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারে।

সংবিধানের ৭ম ও ৪২ তম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে রাজ্য তালিকার ৫ টি বিষয় যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই পরিমাণে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়েছে।

(খ) রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে সংসদ রাজ্য সূচির যে কোনো বিষয়ে আইন করতে পারে [২৫০ (১) ধারা]। জরুরী অবস্থায় সংসদের এই ক্ষমতা রাজ্যতালিকাকে যুগ্ম তালিকায় পরিণত করে। এই ধরনের আইন জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার হবার ছ'মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকে। বস্তুত জরুরী অবস্থায় ভারত একটি এককেন্দ্রীক রাষ্ট্রে পরিণত হয় বললে ভুল হবেনা। (গ) জাতীয় স্বার্থে বা জরুরী অবস্থায় সংসদ প্রণীত কোন আইনের

সঙ্গে রাজ্য সরকার প্রণীত কোন আইনের বিরোধ হলে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ থাকবে। রাজ্য আইনের অসঙ্গতিপূর্ণ অংশ বলবৎ হবেনা (২৫১ ধারা)। এই সময় যদিও রাজ্যসরকার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে না, তবে তাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা বিপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বিরোধী। (ঘ) দুই বা ততোধিক রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে যদি অনুরোধ করে যে রাজ্যসূচির কোন বিষয়ের ওপর আইন করতে পারে, তবে আইন গ্রহণ করতে বাধা নেই (২৫২ ধারা)। (ঙ) কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি, অঙ্গীকার ইত্যাদি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন হলে সংসদ রাজ্যসূচির কোনো বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন করতে পারে (২৫৩ ধারা)। (চ) ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে কোনো রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা জারি করার ক্ষমতা দিয়েছে (৩৫৬ ধারা)। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত হয়। (ছ) অনেক সময় রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত কোনো বিলে রাজ্যপাল সম্মতি না জানিয়ে বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সম্মতি দিতে বা না দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিলে সেটি পাশ করার আর কোন উপায় থাকে না। (জ) রেল ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো শিল্প, রাজপথ, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা করতে পারে। তখন সেই বিষয়ে সংসদ প্রয়োজন মত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্জন করে।

উপসংহার : ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় সরকারের ক্ষমতা বন্টনের ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে। যুগ্ম তালিকায় কেন্দ্র রাজ্য উভয় সরকারের ক্ষমতা থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বেশী। এমনকি রাজ্য সূচির ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই তিনটি সূচির বাইরে আরও অবশিষ্ট বিষয়গুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচ্ছেদ্য ক্ষমতা থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সংহতির ওপর যতটা জোর দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের অধিকারের ওপর ততটা দেওয়া হয় নি। বস্তুত জরুরী অবস্থায় সারা দেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

সাম্প্রতিক কালে এসব কারণে কেন্দ্র রাজ্য ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের জন্য দাবী ওঠানো হয় এবং সেই মত ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে তিন সদস্য বিশিষ্ট সারকারিয়া কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। সারকারিয়া কমিশন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে সংবিধানের কোন কোনো ধারা সংশোধনের সুপারিশ করেছেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।

উত্তর : গ্রেট ব্রিটেনের অনুকরণে ভারতে মন্ত্রী পরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার জন্য একজন নামসর্বস্ব শাসক হিসেবে রাষ্ট্রপতি অবস্থান করেন।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ৫৩ নং ধারা অনুযায়ী—All executive power of the union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেও কার্যত তিনি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শে এই সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেন।

ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) শাসন সংক্রান্ত, (২) আইন সংক্রান্ত, (৩) অর্থ সংক্রান্ত, (৪) বিচার সংক্রান্ত, (৫) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত।

(১) *শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা* : সংবিধানের ৫৩ নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রের যাবতীয় শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি সেই সকল ক্ষমতা নিজে অথবা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন। মন্ত্রীপরিষদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত এবং দেশের শাসনকার্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য।

রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যাপক। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের নিয়োগ করেন, যেমন—(ক) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, (খ) অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণ, (গ) ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল, (ঘ) ভারতের কনট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল, (ঙ) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকর্তৃক কমিশনের সদস্যগণ, (চ) নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ, (ছ) সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ইত্যাদি।

এছাড়া তিনি রাজ্যপাল, বিভিন্ন মন্ত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেল প্রভৃতিকে এবং পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে, নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণকে, ভারতের কনট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রমুখকে অপসারণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। দেশের স্থল, নৌ ও বিমান—এই তিন রক্ষীবাহিনীর প্রধানদের তিনি নিয়োগ করেন। অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তিস্থাপনের ক্ষমতা একান্তভাবে সংসদের ওপর ন্যস্ত।

দেশের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন ও বিদেশ থেকে আগত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের গ্রহণ করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তি তাঁর নামেই সম্পাদিত হয়।

(২) *আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা* : ভারতের রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করা ও স্থগিত রাখার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হয়েছে। কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন।

Scanned with CamScanner

তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশনে ভাষণ দিতে এবং বাণী প্রেরণ করতে পারেন। এছাড়া ৮৫(৩) নং ধারা অনুসারে যে কোনো সময়ে তিনি পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন এবং কোনো আইনগত অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য এবং নিম্ন কক্ষ লোকসভায় ২ জন ঈঙ্গ-ভারতীয় সদস্যকে মনোনীত করেন।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদিত হবার পর কোনো বিল যখন রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য প্রেরিত হয়, তখন তিনি বিলটিতে সম্মতি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, স্থগিত রাখতে পারেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে এই বিল দ্বিতীয়বার উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রেরিত কোনো বিলে সম্মতি না দিয়ে রাষ্ট্রপতির বাতিল করার ক্ষমতা হল ভেটো (Veto) ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতির তিন প্রকার ভেটো ক্ষমতা আছে—(১) চরম ভেটো, (২) স্থগিতকারী ভেটো (Suspensive Veto), (৩) পকেট ভেটো (Pocket Veto)।

এছাড়া সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে জরুরি প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন। সংবিধানের ২০১ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য আইনসভা দ্বারা গৃহীত কোনো বিল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিলে তা আইনে পরিণত হয় না।

(৩) *অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা* : প্রত্যেক আর্থিক বছরের শুরুতে ওই বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণী বা 'বাজেট' অর্থমন্ত্রী মারফত রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের কাছে পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কোনো ব্যয়-বরাদ্দের দাবি, কর সংগ্রহ এবং ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা যায় না। আকস্মিক ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে 'আকস্মিক তহবিল' (Contingency Fund) থেকে অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন। এছাড়া, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টনের জন্য রাষ্ট্রপতি প্রতি ৫ বছর অন্তর একটি অর্থ কমিশন গঠন করেন।

(৪) *বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা* : রাষ্ট্রপতির হাতে বিচার সংক্রান্ত যেসব ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে সেগুলি হল—(ক) সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করা, (খ) অপরাধীকে ক্ষমাপ্রদর্শন করা, (গ) দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস করা বা স্থগিত রাখা, এমনকি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষমাপ্রদর্শন করা ইত্যাদি।

(৫) *জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা* : ভারতীয় সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ পরিস্থিতির জন্য জরুরী ক্ষমতা দান করেছে। সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে তিন ধরনের জরুরী

অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। (ক) জাতীয় জরুরী অবস্থা, (খ) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা এবং (গ) আর্থিক জরুরি অবস্থা। সংবিধানের ৩৫২ নং ধারা অনুসারে, যুদ্ধ অথবা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে সমগ্র ভারতে অথবা তার কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে বা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করলে রাষ্ট্রপতি 'জাতীয় জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করতে পারেন। ৩৫৬ নং ধারা অনুসারে, কোনো রাজ্যের রাজ্যপালের বিবরণ থেকে অথবা অন্য কোনোভাবে রাষ্ট্রপতি যদি নিশ্চিত হন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তবে তিনি 'শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা' ঘোষণা করতে পারেন। ৩৬০ নং ধারা অনুসারে, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে ভারতের অথবা ভারতের কোনো অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম বিপন্ন হয়েছে বা বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছে, তাহলে তিনি 'আর্থিক জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করতে পারেন।

পদমর্যাদা ঃ রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক বলে দাবী করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করেন, ইচ্ছা করলে তাঁদের পদচ্যুতও করতে পারেন সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীরা তাঁর অধস্তন কর্মচারী (Officers subordinate to him) মাত্র। কিন্তু সংবিধান প্রণেতাগণ এবং আরও অনেকে রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক হিসাবে মেনে নিতে রাজি নন। ডঃ আম্বেদকর বলেছেন, ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর ন্যায় একজন নামসর্বস্ব শাসক। তিনি দেশের প্রধান কিন্তু শাসনবিভাগের প্রধান নন। তিনি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য। তাছাড়া ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য।

তথাপি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা পদাধিকারীর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা, যোগ্যতা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। লোকসভায় কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে রাষ্ট্রপতি বিশেষভাবে সক্রিয় হতে পারেন। তাই জে.সি.জোহারি মন্তব্য করেন—Indian President is neither a 'rubber stamp' nor a 'quescent volcano'।

মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাষ্ট্রপতির শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদা আলোচনা কর।

উত্তর ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতির শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের বিশেষজ্ঞগণ দ্বিধা বিভক্ত। যারা তাত্ত্বিক ধারণায় বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রপতি প্রকৃত

শাসক। আর যাঁরা বাস্তববাদী তাঁরা মনে করেন বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্রপতি 'ঠুঁটোজগন্নাথ', 'সাক্ষী গোপাল' বা নামসর্বস্ব শাসক ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই দুই ধরনের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে।

***রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসক* :** যারা মনে করেন রাষ্ট্রপতি হলেন ভারতের প্রকৃত শাসক তাদের মতে এই কথা বলার যুক্তিগুলি হল—

(১) ***মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী* :** সংবিধানের ৫৩ (১) নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়েছে। তিনি 'নিজে' অথবা তাঁর 'অধস্তন' কর্মচারীদের মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি হলেন প্রকৃত শাসক, মন্ত্রীপরিষদ নয়।

(২) ***রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীর নিয়োগকর্তা* :** সংবিধানের ৭৫ (১) নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং তাঁর 'সন্তুষ্টির' ওপর মন্ত্রীদের নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকা নির্ভর করে। তাছাড়া লোকসভায় কোনো দল বা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রপতি পুরোপুরি স্ববিবেচনা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন।

(৩) ***রাজা বা রানীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির পার্থক্য* :** ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর মতো নামসর্বস্ব শাসক ভাবা ঠিক নয়, কারণ ইংল্যান্ডের রাজপদ বংশানুক্রমিক, আর ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত শাসক। তাছাড়া ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী প্রথা অনুযায়ী কাজ করেন। কিন্তু ভারতে একটি লিখিত সংবিধান আছে।

(৪) ***প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি* :** কোনো মন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীসভার কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি অবহিত হতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তাঁকে তথ্য ও সংবাদ প্রদান করতে বাধ্য।

(৫) ***প্রধানমন্ত্রী অপসারণ ও অন্যান্য ক্ষেত্র* :** দলের নেতৃত্বদানে অসমর্থ প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ, তদারকি মন্ত্রীসভা গঠন, লোকসভা বাতিলকরণ, লোকসভায় সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির প্রকৃত ক্ষমতারই পরিচায়ক।

***রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক* :** যাঁরা রাষ্ট্রপতিকে নামসর্বস্ব বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলে মনে করেন তাদের যুক্তিগুলি হল নিম্নরূপ—

(১) ***সাংবিধানিক স্বীকৃতি* :** সংবিধানের ৭৪ (১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাজে সহায়তা করার ও পরামর্শদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি মন্ত্রীসভা থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবেন।

(২) *সাংবিধানিক বিধিনিষেধ* : রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান অনুযায়ী কার্য করার এবং সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য শপথ গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সংবিধান বিরোধী কোনো কাজ করলেই সংসদ তাঁকে 'অভিযুক্ত' বা 'ইমপিচমেন্ট' পদ্ধতির সাহায্যে পদচ্যুত করতে পারেন।

(৩) *রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই* : সংবিধানে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার কোনো উল্লেখ সংবিধানে নেই। এর থেকে প্রমাণিত হয় রাষ্ট্রপতি সবক্ষেত্রেই মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(৪) *পরোক্ষ নির্বাচন* : রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিও তাঁর ক্ষমতাহীনতাকেই প্রকাশ করে।

(৫) *জরুরী ক্ষমতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা* : সংবিধানের ৩৫২ (১) নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারলেও সেক্ষেত্রে মন্ত্রী পরিষদের লিখিত সুপারিশ ছাড়া তিনি তা করতে পারেন না।

মন্তব্য : উপরিউক্ত মতামত দুটি পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসক নন। তবে পদাধিকারী হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব বলে সরকারকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামস্বামী ভেঙ্কটরমন ভারতের রাষ্ট্রপতিকে 'এমার্জেন্সি লাইট'-এর সঙ্গে তুলনা করেন। তার অর্থ সাধারণ পরিস্থিতিতে যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু নির্বাচনে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

লোকসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো।

উত্তর : *গঠন* : ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। এটি ইংল্যান্ডের নিম্নকক্ষ কর্মসভা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধিসভার মতো জনপ্রতিনিধিসভা। একক্ষের সদস্যরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতের ৮১ নং ধারায় বলা হয়েছে লোকসভার সদস্য সংখ্যা অনধিক ৫৫২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে অনধিক ৫৩০ জন অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধি, ২০ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি। সংবিধানের ৩৩১ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি লোকসভায় নেই তাহলে তিনি ঐ সম্প্রদায় থেকে অনধিক ২ জন প্রতিনিধি লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে ৫৩০ জন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে ১৩ জন এবং রাষ্ট্রপতি

Scanned with CamScanner

কর্তৃক মনোনীত ২ জন ইঙ্গভারতীয় সদস্যকে নিয়ে মোট ৫৪৫ জন সদস্য লোকসভায় রয়েছেন।

লোকসভার প্রথম অধিবেশনে সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পীকার ও অন্যজনকে ডেপুটি স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত করেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

(১) মন্ত্রীসভা গঠন ও নিয়ন্ত্রণ : সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও জোটের নেতাকে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করা হয়। মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্যকেই লোকসভা থেকে নিযুক্ত করা হয়, অল্প সংখ্যক সদস্য রাজ্যসভা থেকে নিযুক্ত হন।

সংবিধানের ৭৫(৩) ধারা মতে মন্ত্রিগণ ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল। লোকসভায় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে সমগ্র মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

(২) আইন প্রণয়ন : আইন প্রণয়ন লোকসভার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেন্দ্র তালিকা ও রাজ্য তালিকার বিষয়ে সংসদ আইন করেত পারে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লোকসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত।

(৩) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা : অর্থ সংক্রান্ত সমস্ত বিল পাশের ক্ষেত্রে লোকসভার ক্ষমতা চূড়ান্ত। কোন বিল অর্থবিল কিনা সেবিষয়ে লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। অর্থবিল রাজ্যসভায় প্রথমে উত্থাপন করা যায় না। অর্থসংক্রান্ত যে কোন বিল এবং বাজেট লোকসভাতেই আনতের হবে। সেখানে পাশ হবার পর রাজ্যসভায় যাবে।

(৪) সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা : লোকসভা সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৫) নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে লোকসভা রাজ্যসভার সঙ্গে যৌথ ভাবে অংশগ্রহণ করে। এ ব্যাপারে উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যরা অংশ নিতে পারে।

(৬) তথ্য সরবরাহ : লোকসভায় সরকারি নীতি ও কাজকর্ম সম্বন্ধে সদস্যরা নানা রকম প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং মন্ত্রীরা যে সব প্রশ্নের জবাব দেন। এর জন্য লোকসভার যেমন দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও নির্ভুল সূত্র থেকে তথ্যাদি উঠে আসে, তেমন জনগণ বিভিন্ন সংবাদ ও তথ্যের বিষয়ে অবগত হয়।

(৭) জনমত গঠন করে : লোকসভায় সরকার পক্ষ যেমন সরকারের গঠনমূলক কাজের বিবরণ তুলে ধরে, বিরোধী সদস্যরা তাদের দোষ ত্রুটি গুলি উল্লেখ করে

সমালোচন করে, এভাবে জনগণ সরকারি কার্যকলাপ সম্বন্ধে সচেতন হয় ও সুস্থ জনমত গড়ে ওঠার পথ সুগম হয়।

(৮) **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ** সংবিধান সংসদকে নতুন রাজ্য গঠন, রাজ্যের সীমানার পুনর্বিন্যাস, রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাস করার ক্ষমতা দিয়েছে (২ ধারা)। সংসদ রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অধীন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বসবাসগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারে [১৬(৩) ধারা]। সংসদ রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের অধীনে সরকারি ক্ষেত্রে বসবাসগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারে [১৬(৩) ধারা]।

ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রাজ্যসভার ভূমিকা আলোচনা কর।
অথবা, রাজ্যসভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

উত্তর ঃ *গঠন* ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ভারতীয় পার্লামেন্ট দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ হল রাজ্যসভা। রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ গঠিত হয়।

সংবিধানের ৪০নং ধারানুযায়ী রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এদের মধ্যে ১২ জন সদস্য বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী এই দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২৪৫ জন।

রাজ্যসভায় ২৩৮ জন সদস্য ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচন পরোক্ষভাবে সম্পন্ন হয়। অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং হস্তান্তরযোগ্য ভোটারদের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি অনুসারে এই নির্বাচন সম্পাদিত হয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে রাজ্যসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি পার্লামেন্ট আইন দ্বারা স্থির করে। বর্তমানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে রাজ্যসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য একটি করে নির্বাচনী সংস্থা গঠন করা হয়।

***ভূমিকা ঃ ক্ষমতা ও কার্যাবলী* ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টের মতো ভারতীয় পার্লামেন্টেও উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ সমান ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী নয়। লোকসভা—পার্লামেন্টের জনপ্রিয় কক্ষ। ভারতীয় পার্লামেন্টে রাজ্যসভার ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য এই কক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(১) ***আইন-প্রণয়ন ও সংবিধান-সংশোধন* ঃ** ভারতীয় পার্লামেন্টে সাধারণ বিল পাসের ক্ষেত্রে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যসভায় কোনো

Scanned with CamScanner

সাধারণ বিল গৃহীত হবার পর সম্মতির জন্য লোকসভায় প্রেরিত হয়। লোকসভায় কোনো বিল গৃহীত হবার পর রাজ্যসভা সম্মতি না দিলে তা আইনে পরিণত হতে পারে না। কোনো বিল নিয়ে রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি যৌথ অধিবেশনের মাধ্যমে তার মীমাংসা করেন।

অর্থবিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার কোনো ভূমিকা নেই। রাজ্যসভা কোনো অর্থবিল উত্থাপন করতে পারে না, সংশোধন অথবা বাতিল করতে পারে না। রাজ্যসভায় প্রেরিত হওয়ার পর ১৪ দিনের মধ্যে পুনরায় লোকসভায় ফেরত পাঠাতে হয়।

সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা লোকসভার মতো বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধান-সংশোধনের প্রস্তাব রাজ্যসভায় উত্থাপিত হতে পারে। লোকসভায় উত্থাপিত হলে তা কার্যকরী হওয়ার জন্য রাজ্যসভার অনুমোদন প্রয়োজন।

(২) *মন্ত্রীপরিষদ গঠন ও শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ* : ভারতীয় পার্লামেন্টের মন্ত্রীপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে লোকসভাই মূল ক্ষমতার অধিকারী। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভার কোনো সদস্যকেও মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভা বা শাসনবিভাগ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নিকট দায়িত্বশীল। মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা না-থাকলেও দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারকে বিব্রত করতে পারে।

(৩) *অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা* : ভারতবর্ষে সরকারের যাবতীয় আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পার্লামেন্টকে অর্পণ করা হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে লোকসভাই মূল ক্ষমতার অধিকারী। অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যসভার কোনো বাস্তব ক্ষমতা নেই।

(৪) *নির্বাচন ও পদচ্যুত করার ক্ষমতা* : ভারতীয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে লোকসভা ও রাজ্যসভা যৌথভাবে ক্ষমতা ভোগ করে। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি, মহাহিসাবপরীক্ষক, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার প্রমুখ ব্যক্তিদের পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে রাজ্যসভা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। রাজ্যসভায় মোট সদস্যের অধিকাংশ ও উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা সমর্থিত হলে এদের পদচ্যুত করা যায়।

(৫) *জরুরী অবস্থার ঘোষণা* : ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দ্বারা জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই এ সম্পর্কে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সম্মতি প্রয়োজন। উভয় কক্ষের সম্মতি না-পেলে উক্ত ঘোষণা বাতিল হয়ে যায়।

(৬) *রাজ্য গঠন ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত ক্ষমতা* : ভারতবর্ষে নতুন রাজ্য গঠন ও কোনো রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে লোকসভা ও রাজ্যসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

Scanned with CamScanner

(৭) *জনমত গঠনে ভূমিকা* : ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় জনমত গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজ্যসভার যে-কোনো প্রশ্নের উত্তরদান করতে মন্ত্রীগণ বাধ্য থাকেন।

(৮) *অন্যান্য ক্ষমতা* : উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি ছাড়া ভারতীয় পার্লামেন্টে রাজ্যসভা, অঙ্গরাজ্যের দ্বিতীয় কক্ষের সৃষ্টি অথবা বিলোপের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে ভারতীয় পার্লামেন্ট আইন-প্রণয়ন করবে কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া রাজ্যসভা এককভাবে উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে।

মূল্যায়ন : উপরোক্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পার্লামেন্টের রাজ্যসভাকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো ক্ষমতাহীন কক্ষ বলা যায় না। অবশ্য আমেরিকার সিনেটের মতো একটি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন কক্ষও নয়।

প্র. ভারতীয় সংসদের দুটি কক্ষের (লোকসভা ও রাজ্যসভা) সাংবিধানিক সম্পর্ক পর্যালোচনা কর।

উত্তর : লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই দুটি কক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও মর্যাদার বিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের কাঠামোকে গ্রহণ করা হয়েছে।

গঠনগত দিক থেকে পার্থক্য :

(১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত দু'জন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য ছাড়া লোকসভার সকল সদস্যই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন।

(২) লোকসভার সদস্য সংখ্যা অনধিক ৫৫০। কিন্তু রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৫০।

(৩) লোকসভার সদস্য হতে গেলে প্রার্থীকে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স হলেই চলবে। সেক্ষেত্রে রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়স হতে হবে।

(৪) রাজ্যসভা পার্লামেন্টের স্থায়ী কক্ষ। প্রতিটি সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। প্রতি দু'বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং সেই জায়গায় সম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হয়। অন্যদিকে লোকসভা একটি অস্থায়ী কক্ষ। এর কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।

ক্ষমতার দিক থেকে পার্থক্য : শুধু গঠনগত দিকে থেকেই নয়, ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকেও রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষমতার দিক থেকে

Scanned with CamScanner

উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পর্ককে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল—

লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী :

(১) সাধারণ আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও পদচ্যুতি, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ, জরুরী অবস্থার অনুমোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

(২) বিভিন্ন কমিশনের প্রতিবেদন উভয়কক্ষের কাছে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়।

(৩) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও দুটি কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে। উভয়কক্ষের সম্মতি ছাড়া সংবিধান সংশোধন করা যায় না।

(৪) রাজ্যসভা ও লোকসভা উভয়কক্ষই অধিকার ভঙ্গের কারণে সভার সদস্য বা বহিরাগতকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

লোকসভার প্রাধান্য :

(১) অর্থবিল কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপিত হতে পারে রাজ্যসভায় নয়।

(২) কোনো বিল অর্থবিল কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

(৩) অর্থবিলকে বাতিল বা সংশোধনের কোনো ক্ষমতা রাজ্য সভার নেই। এ ব্যাপারে রাজ্যসভা খুব জোর সুপারিশ করতে পারে। তবে এই সুপারিশ গ্রহণ করা না করা লোকসভার ইচ্ছাধীন।

(৪) সরকার গঠনের ব্যাপারেও রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভার ভূমিকা বেশী। মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশ সদস্য লোকসভা থেকে নিযুক্ত হন।

(৫) রাজ্যসভা বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে পারে কিন্তু ব্যয়মঞ্জুরী দাবি বা বিনিয়োগ বিল পাশ ইত্যাদির ব্যাপারে লোকসভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

রাজ্যসভার প্রাধান্য :

(১) রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি এমন কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে রাজ্যতালিকা ভুক্ত কোন বিষয়ে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তাহলে সেই বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করার অধিকার পায়।

(২) রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে পার্লামেন্ট সর্বভারতীয় রাষ্ট্র কৃত্যক গঠন করতে পারে।

(৩) উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণের প্রস্তাব কেবলমাত্র রাজ্যসভাতেই উত্থাপন করা যায়।

Scanned with CamScanner

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কয়েকটি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লোকসভা রাজ্যসভা থেকে অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। তাই ভারতীয় জনমানসেও রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভার আকর্ষণ অনেক বেশি।

প্রশ্ন লোকসভার স্পীকারের কার্যাবলী ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।

উত্তর : স্পীকারের ভূমিকা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি দিক থেকে উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, স্পীকার সভার কার্য পরিচালনা করেন। লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন কোন্ বিষয় আলোচিত হবে, কে বক্তব্য রাখবেন, কতক্ষণ বক্তব্য রাখবেন, প্রশ্ন উত্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে স্পীকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন।

দ্বিতীয়ত, সভায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা স্পীকারের দায়িত্ব। সভার মধ্যে কোনো সদস্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে স্পীকার তাঁকে তিরস্কার বা বহিষ্কার করতে পারেন। একই সঙ্গে একাধিক সদস্য বক্তব্য রাখতে চাইলে কোনো সদস্য আগে বলবেন তা স্পীকার ঠিক করেন।

তৃতীয়ত, লোকসভার সদস্যদের বিশেষাধিকার ও অব্যাহতি (Privileges and Immunities) রক্ষার দায়িত্ব অধ্যক্ষের। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা লোকসভার সদস্যের স্বাধিকার লঙ্ঘন করলে তিনি তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। সভার অবমাননার জন্য কোন্ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে পারেন।

চতুর্থত, সংবিধান অনুযায়ী কোনো বিল অর্থবিল কিনা এ বিষয়ে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই মর্মে তাঁকে সার্টিফিকেট প্রদান করতে হয়।

পঞ্চমত, লোকসভার অধিবেশন যথার্থভাবে চলার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন যাকে 'কোরাম' (Quorum) বলে। স্পীকার এই কোরাম নির্ণয় করেন। কোরামের অভাবে তিনি সাময়িকভাবে সভার কাজ বন্ধ রাখতে পারেন।

ষষ্ঠত, স্পীকারের অন্যতম দায়িত্ব হল পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা। লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে তিনি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন।

সপ্তমত, লোকসভার বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কমিটি গঠন করেন। সর্বোপরি, তিনি রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখেন।

পদমর্যাদা : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হয় যে, স্পীকারের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্পীকারের পদমর্যাদা সম্পর্কে বলা হয় যে, "প্রধানমন্ত্রীর পরেই স্পীকারের অবস্থান।" প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহেরু স্পীকারকে "Symbol of Freedom" বা স্বাধীনতার প্রতীক রূপে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, স্পীকার হলেন

Scanned with CamScanner

জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি হল স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও দৃঢ়চিত্ত স্পীকার। স্পীকারকে লোকসভার সঠিক মর্যাদা রক্ষা করতে হলে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কার্যসম্পাদন করতে হবে। ব্রিটেনের স্পীকার দীর্ঘদিন থেকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করছেন। স্পীকার নির্বাচিত হবার পর তিনি তাঁর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

কিন্তু ভারতে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য সুদৃঢ় না হওয়ায় স্পীকার সম্পূর্ণরূপে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেননি। স্পীকারকে দলীয় শৃঙ্খলার অধীনে থেকেই কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। চতুর্দশ লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস পরিচালিত UPA সরকারের স্পীকার নির্বাচিত হন CPM দলের শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। পরমাণু চুক্তি ইস্যুতে ২০০৮ সালে CPM দল UPA সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ CPM সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও পদত্যাগ না করে তাঁর নির্দিষ্ট সময়কাল অতিবাহিত করেন।

রাজ্যপাল কীভাবে নিযুক্ত হন? কোনো অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং পদমর্যাদা আলোচনা কর।

উত্তর : *সংবিধানের ১৫৩নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একজন করে রাজ্যপাল থাকবেন। রাজ্যপাল রাজ্যের শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। রাজ্যপালকে তাঁর কার্যে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। রাজ্যপালের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। সংবিধানের ১৫৬ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালের পদের স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল।*

▲ ***ক্ষমতা ও কার্যাবলী :*** রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা : ১৫৪নং ধারা অনুযায়ী অঙ্গরাজ্যের শাসন ক্ষমতা রাজ্যপালের নামে প্রয়োগ করা হয়। শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করে থাকেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। রাজ্য Public Service Commision এর সদস্য, Advocate General প্রভৃতি পদাধিকারীদের রাজ্যপাল নিয়োগ ও পদচ্যুত করতে পারেন। সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করতে পারেন।

(২) **আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা :** রাজ্যপাল হলেন রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজ্যপাল রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত রাখতে পারেন। প্রয়োজনে তিনি বিধানসভা ভেঙেও দিতে পারেন। রাজ্য আইনসভার উচ্চকক্ষে তিনি শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে মনোনীত করতে পারেন। ~~আইনসভার কোনো কক্ষে তিনি বাণী প্রেরণ করতে পারেন।~~ রাজ্যপালের সম্মতি ব্যতীত কোনো বিল আইনে পরিণত হয় না। তিনি বিলে সম্মতি দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন। বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষণ করতে পারেন। রাজ্য আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে তিনি জরুরী আইন জারি করতে পারেন।

(৩) **অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা :** প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণ বা বাজেট পেশ করেন রাজ্য অর্থমন্ত্রী। রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া বিধানসভায় বাজেট পাস করা যায় না।

(৪) **বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা :** রাজ্য হাইকোর্ট এর বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। রাজ্যের এলাকার মধ্যে দণ্ডিত অপরাধীকে রাজ্যপাল ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন।

(৫) **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা :** রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ভোগ করেন। রাজ্যপাল মন্ত্রীসভার পরামর্শ ছাড়াই স্ব-ইচ্ছা বা বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন যা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নামে পরিচিত। এই ক্ষমতানুযায়ী রাজ্যপাল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়ন ও প্রশাসনের ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সংবিধানের ২০০নং ধারানুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভা গৃহীত বিলকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য সংরক্ষণ করতে পারেন। এ ছাড়া শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পাঠাবার ব্যাপারেও রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

পদমর্যাদা : বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এক শ্রেণির চিন্তাবিদ মনে করেন যে, রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের নামসর্বস্ব শাসক প্রধান। অঙ্গরাজ্যগুলিতে কেন্দ্রের ন্যায় সংসদীয় শাসনব্যবস্থা থাকার জন্য প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষদের হাতে ন্যস্ত।

সংবিধান রাজ্যপালকে সুনির্দিষ্ট স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দান করেছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে তিনি মন্ত্রীসভাকে প্রভাবিত করতে পারেন।

রাজ্যপালের বিভিন্ন দিক থেকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকলেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই হল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ভারতীয় অঙ্গরাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীপরিষদ হল জনগণের প্রতিনিধি। রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে মন্ত্রীসভাকেই দায়িত্বশীল করা হয়েছে। তাই রাজ্যপাল মন্ত্রীদের কথা অনুযায়ী পরিচালিত হতে বাধ্য।

Scanned with CamScanner

৮। ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

উত্তর : *সূচনা :* অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ হলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসক। কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগে যেমন রাষ্ট্রপতি নাম সর্বস্ব শাসক এবং প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক। রাজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাটি প্রায় অনুরূপ বলা চলে। 'প্রায়' বলার কারণ রাজ্যের রাজ্যপালের হাতে কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকায় কোনো কোনো বিষয়ে রাজ্যপালের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ আছে। যাইহোক, সেগুলোকে বাদ দিয়ে বলা চলে মুখ্যমন্ত্রীই হলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসক।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতারূপে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা : মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যপালের পরামর্শদাতা। (ক) রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন। তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য মন্ত্রীসভার যোগসূত্র রক্ষা করেন। (১৬৪ নং ধারায়) (খ) সংবিধানের ১৬৫ নং ধারা অনুসারে, শাসন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে ও আইন সভায় আইন প্রণয়নের জন্য গৃহীত কোনো প্রস্তাব বিষয়ে রাজ্যপাল কিছু জানতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সে বিষয়ে জানাতে বাধ্য থাকেন।

(২) মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা : মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যমন্ত্রীসভার শীর্ষে অবস্থান করেন। (ক) মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাজ্যপাল মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন এবং প্রয়োজনে তিনি মন্ত্রীদের পদচ্যুত করার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে পারেন। (খ) মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করে দেন। (গ) রাজ্য মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন এবং বিভিন্ন দপ্তর সুষ্ঠুভাবে চলছে কিনা তা দেখভাল করার দায়িত্ব তাঁর। (ঘ) তিনি মন্ত্রী পরিষদের সভা আহ্বান করেন ও তার সভাপতি রূপে কাজ করেন।

(৩) রাজ্য বিধানসভার নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা : রাজ্য বিধানসভার নেতা হলেন মুখ্যমন্ত্রী। (ক) বিধানসভা আহ্বান করা, স্থগিত রাখা, প্রয়োজনে ভেঙে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যপালকে পরামর্শ দান করা মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। (খ) রাজ্য সরকারের মুখপাত্র হিসেবে তিনি বিধানসভার সমস্ত সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ এর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। (গ) বিধানসভার বিতর্ক চলাকালে কোনো সদস্য যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন—তাঁর সাহায্যার্থে মুখ্যমন্ত্রীকেই এগিয়ে আসতে হয়। (ঘ) গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিল আইনসভায় পাশ করানোর দায়িত্ব তাঁর হাতেই থাকে। (ঙ) বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সৎভাব বজায় রেখে আইনসভার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে সেদিকে তাঁকে সবসময় দৃষ্টি রাখতে হয়।

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা জোটের নেতা হিসাবে ভূমিকা : (ক) বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সভার ভিতরে ও বাইরে নিজ

Scanned with CamScanner

দলের বা জোটের ভাবমূর্তি, সংহতি ও ঐক্য বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখতে হয়। (খ) দলীয় নীতি বা জোটের নীতির সঙ্গে সরকারী নীতির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাঁকে সদা সচেষ্ট থাকতে হয়। (গ) দল বা জোটের মধ্যে যাতে উপদলীয় বিরোধের সৃষ্টি না হয় সেজন্য তাঁকে দলীয় বা জোটের শৃঙ্খলা ও সংহতির উপর নজর রাখতে হয়।

(৫) *জনগণের নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা* **:** (ক) রাজ্যের জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়িত করা। (খ) রাজ্যের দাবীসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করা ও আদায় করা।

(৬) *জনসংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা* **:** (ক) গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করেন। (খ) এছাড়া তিনি বেতার, দূরদর্শন, জনসভা প্রভৃতিতে বক্তৃতা দানের সময় রাজ্যের সমস্যাবলী আলোচনা ও সরকার কীভাবে তা সমাধানের চেষ্টা করছে সে বিষয়ে আলোচনা করে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন।

▲ **পদমর্যাদা :** *ওপরের আলোচনা থেকেই সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাজ্য-রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী বিশাল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি রাজ্যের প্রকৃত শাসক এবং প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তবে মনে রাখতে হবে যে, সব মুখ্যমন্ত্রী সমান ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী নন।*

তবে আমরা বলতে পারি যে, মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, সততা ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। অবশ্য নিজ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নির্ভর করে।

ভারতের সুপ্রিমকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

উত্তর : ***সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী*** **:** ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এই শাসনব্যবস্থায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলা হয়। তাই সুপ্রিম কোর্টের স্থান বিচার ব্যবস্থার উর্দ্ধে। সংবিধানে ১২৪ থেকে ১৪৭নং ধারায় সুপ্রিমকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

গঠন **:** ভারতের সংবিধানে ১২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৭ জন সহকারী বিচারপতিসহ মোট ৮ জন বিচারপতি থাকবেন। তবে ভারতীয় সংসদ যদি মনে করে যে বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন তাহলে বৃদ্ধি করতে পারে। তাই সংসদ ১৯৫৬ সালে ১০ জন, ১৯৬০ সালে ১৩ জন, ১৯৭৭ সালে ১৭ জন এবং ১৯৮৬ সালের এপ্রিলে সংসদের আইন অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ২৫ জন সহকারী অর্থাৎ মোট ২৬ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত হয়। এছাড়াও সাময়িক অস্থায়ী দু-ধরণের বিচারক সুপ্রিম কোর্টে থাকেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

ভূমিকা : সুপ্রিমকোর্টের কার্যক্ষেত্রকে চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়—(১) মূল এলাকা, (২) আপিল এলাকা; (৩) পরামর্শদান এলাকা, (৪) মৌলিক এলাকা সংক্রান্ত এলাকা (নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার এলাকা)।

(১) মূল এলাকা : সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকা বলতে সেই ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা সুপ্রিম কোর্ট এমন সব মামলার মীমাংসা করে যে মামা একমা সুপ্রিম কোর্টে আনা হয় এবং যে মামাগুলি শুধুমাত্র সুপ্রিমকোর্টেই নিষ্পত্তি হতে পারে। মূল এলাকায় যেসব বিষয় থাকে, তাহল—

প্রথমত, এমন কিছু বিরোধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলার মীমাংসা, যথা —(ক) এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ সংক্রান্ত মামলা; (খ) এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ সংক্রান্ত মামলা; (গ) দুটি বা তার থেকে বেশি রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত মামলা।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় তাহলে তার মীমাংসার জন্য সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকা কাজ করে।

(২) আপীল এলাকা : ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হল সর্বোচ্চ আদালত। অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়। একে সুপ্রিম কোর্টের আপীল এলাকা বলে। সুপ্রিম কোর্টে চার ধরনের আপীল মামলা করা যেতে পারে—

(ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপীল এলাকা : সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়। কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারী অথবা অন্য কোনো মামলার ক্ষেত্রের বিচারের সময় হাইকোর্ট যদি মনে করে যে সংশ্লিষ্ট মামলাটির সঙ্গে সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহলে হাইকোর্টকে এ ব্যাপারে একটি প্রমাণপত্র দিতে হবে এবং মামলাটি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়।

(খ) দেওয়ানী আপীল : দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়; যদি হাইকোর্টের এই মর্মে প্রমাণপত্র দেয় যে, (১) মামলাটির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে এবং (২) মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে আপিলযোগ্য।

(গ) ফৌজদারী আপীল : ফৌজদারী মামলার তিনটি ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়—(১) কোনো হাইকোর্টে আপীল করার ফলে ওই হাইকোর্টে যদি কোনো অভিযুক্তকে নিম্নতম আদালত থেকে প্রাপ্ত মুক্তির আদেশ বাতিল করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়; (২) হাইকোর্টে নিজে বিচার করার জন্য কোনো মামলা যদি নিম্নতর আদালত থেকে নিজের হাতে তুলে নেয় এবং বিচারের পর অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দেয়; (৩)

Scanned with CamScanner

হাইকোর্টে যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে মামলাটি সুপ্রিমকোর্টের নিকট আপীলের উপযুক্ত (১৩৪ (১) নং ধারা)।

(ঘ) বিশেষ অনুমতি সূত্রে আপীল : সংবিধানের ১৩৬ (১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্টের নিকট বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল করা যায়। ভারতের যে কোনো আদালত ও ট্রাইব্যুনালের যে কোনো মামলার রায়, আদেশ দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করার বিশেষ অনুমতি সুপ্রিম কোর্ট দিতে পারে।

(৩) পরামর্শদান এলাকা : সুপ্রিমকোর্ট রাষ্ট্রপতির আইনগত পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করেন। এই ভূমিকা দুটি ভাগে বিভক্ত (ক) সংবিধানের ১৪৩(১) নং ধারা অনুসারে, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন সার্বজনীন গুরুত্ব সম্পন্ন আইন বা তথ্য সংক্রান্ত কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা আছে তাহলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিচার বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। (খ) সংবিধানের ১৪৩(২) নং ধারা অনুসারে, সংবিধান চালু হওয়ার আগে যে সকল সন্ধি, চুক্তি ও সনদ, অঙ্গীকার প্রভৃতির বিষয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্র সে সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্টের মতামত চেয়ে পাঠাতে পারেন। তবে সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিলেও রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করতে বাধ্য নন।

(৪) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারির এলাকা : ভারতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত। এই অধিকার ক্ষুন্ন হলে তা সংরক্ষণের জন্য নাগরিক সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করতে পারেন। মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সুপ্রীম কোর্ট পাঁচ ধরণের নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারী করতে পারে। যথা—(১) বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, (২) পরমাদেশ, (৩) প্রতিষেধ, (৪) অধিকার পৃচ্ছা ও (৫) উৎপ্রেষণ (৩২ নং ধারা)।

মন্তব্য : আমরা উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলতে পারি যে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের মত শক্তিশালী নয়। আবার ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের মত দুর্বলও নয়। তাই বলা যায় যে, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিককালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সুপ্রিম কোর্ট নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ভাবেই তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

প্রঃ কোন একটি অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের গঠন ও কার্যাবলী উল্লেখ কর।

উত্তর : ভারতীয় বিচার বিভাগের শীর্ষে অবস্থান করে সুপ্রীম কোর্ট। অনুরূপভাবে হাইকোর্ট হল প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের শীর্ষ আদালত। সংবিধানের ২১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য একটি করে হাইকোর্ট থাকবে। অবশ্য পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে একাধিক রাজ্যের জন্য একটি মাত্র হাইকোর্টের ব্যবস্থা করতে পারে।

গঠন : প্রত্যেক হাইকোর্ট একজন বিচারপতি এবং অন্যান্য সাধারণ বিচারপতি নিয়ে গঠিত। অন্যান্য বিচারপতির সংখ্যা কত হবে তা রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট করে দেন। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন অতিরিক্ত বিচারপতি বা অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন। বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করেন। হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপাল ছাড়াও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। বাস্তবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে এই কাজ করে থাকেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী : ভারতীয় সংবিধানে সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে হাইকোর্টের ক্ষেত্রে সেইরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। সাধারণভাবে হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) ***মূল এলাকা সংক্রান্ত ক্ষমতা :*** অঙ্গরাজ্যের রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় হাইকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতার অন্তর্গত। অনেকক্ষেত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাকে মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে বর্তমানে ফৌজদারি মামলাকে মূল এলাকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

(২) ***আপিল এলাকা সংক্রান্ত :*** হাইকোর্ট হল রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত। দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে জেলা জজ এবং সহকারী জেলা জজের রায় এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। এছাড়া হাইকোর্টের কোনো বিচারকের একক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়।

(৩) ***নির্দেশ বা লেখ জারির ব্যাপারে :*** হাইকোর্ট নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি আদেশ জারি করতে পারে। অবশ্য জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে এই ক্ষমতা সংশোধিত হয়।

(৪) ***তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা :*** হাইকোর্ট নিজ এলাকার অন্তর্ভুক্ত সামরিক আদালত ছাড়া অন্যান্য আদালত এবং প্রশাসনিক আদালতে তত্ত্বাবধান করতে পারে। অধঃস্তন আদালতে কর্মচারীগণ কিভাবে খাতাপত্র ও হিসাবপত্র রাখবে বিষয়ে নির্দেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে।

(৫) ***মামলা গ্রহণের ক্ষমতা :*** অধঃস্তন কোনো আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত থাকলে সেই মামলাটি হাইকোর্ট নিজে গ্রহণ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

(৬) নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষমতা : হাইকোর্ট অধঃস্তন আদালত গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জেলা জজের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যপাল হাইকোর্টে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাছাড়া, অন্যান্য আদালতের কর্মচারীদের পদচ্যুতির বিষয়ে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নেন।

(৭) অতিরিক্ত কাজ : উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি ছাড়াও হাইকোর্ট কয়েকটি কার্য সম্পাদন করেন। হাইকোর্ট আদালত অবমাননার জন্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে পারে। বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী তৈরি করতে পারে।

হাইকোর্ট অঙ্গ রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। অবশ্য ভারতীয় অঙ্গ রাজ্যের হাইকোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের সমকক্ষ নয়।

ভারতের নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হয়? নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

উত্তর : সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। আবার একজন নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কয়েকজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হতে পারে। তবে নির্বাচন কমিশনের সদস্যসংখ্যা যদি একাধিক হয়, সেক্ষেত্রে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনের সভাপতি হিসেবে কাজ করবেন।

✱ *ক্ষমতা ও কার্যাবলী :* ভারতের সংবিধানের ৩২৪ (১) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান, নির্দেশ দান এবং নিয়ন্ত্রণের কার্যপদ্ধতিসহ পার্লামেন্ট, রাজ্য আইনসভা রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

এই দায়িত্বগুলি পালন করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে যে কাজগুলি সম্পাদন করতে হয় তা হল—

(১) নির্বাচন কমিশনকে রাজ্য আইনসভা, পার্লামেন্ট এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা সমূহের নির্বাচনের জন্য আইন অনুসারে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন করা।

(২) সংবিধান এবং দেশের সাধারণ আইনের ধারা বজায় রেখে পার্লামেন্ট, রাজ্য আইনসভা, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা।

Scanned with CamScanner

7866823799

(৩) যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ, মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রত্যাহার করার তারিখ, তার বৈধতা নির্ণয়ের তারিখও তাকেই ঘোষণা করতে হয়।

(৪) নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিরোধ উপস্থিত হলে তার মীমাংসা করার দায়িত্বও তারা নেয়।

(৫) নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনের প্রতীক নিয়ে বিরোধ বাধলেও তারা তার মীমাংসা করে।

(৬) তাদের সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব হল—নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলি এবং তাদের দলীয় প্রার্থীরা, সরকারী কর্মচারীরা এবং জনসাধারণের কী ধরনের বিধি নিষেধ মেনে চলবেন তার নির্দেশও কমিশনকে ঘোষণা করতে হয়।

(৭) নির্বাচন কমিশন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যে কোনো নির্বাচন স্থগিত, বাতিল বা পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন।

(৮) নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন মনে করলে যে কোনো নির্বাচন কেন্দ্রের ভোট গণনা স্থগিত রাখতে পারেন ও ফলাফল ঘোষণাও স্থগিত রাখতে পারেন।

(৯) নির্বাচন যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে হয় তার ব্যবস্থাও তারা করে থাকেন।

উপসংহার : ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে টি. এন. শেষন মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নেবার পর থেকে নানা রকম বিতর্কমূলক কাজে জড়িয়ে পড়লেও, সামগ্রিক ভাবে নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে ভোটারদের সচিত্র পরিচয় পত্র প্রবর্তন করার ব্যাপারে সব রাজ্য সরকার ও দলকে মানতে বাধ্য করেছেন। লোকসভা ও রাজ্যবিধানসভার নির্বাচন প্রার্থীদের আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলার নির্দেশ জারি করেছেন। বর্তমানে নির্বাচনী প্রচার কাজে মুখ্যমন্ত্রীরা সরকারী হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারেন না। নির্বাচন শেষ হবার ৩০ দিনের মধ্যে সব রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনের ব্যাপারে খরচের যাবতীয় হিসাব দাখিল করতে হয়। কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৬ বছরের জন্য কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না।

২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে সমস্ত প্রার্থীকেই 'অপরাধী নন' এই মর্মে নির্বাচন কমিশনারের কাছে লেখনামা পেশ করতে হয়েছে।

এই ধরনের অনেক সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ভারতে নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

৩। ভারতের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উত্তর : ***ভারতের দলীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য :***

ভূমিকা : প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে দল এবং দলীয় ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এবং ভূমিকা

Scanned with CamScanner

থাকলেও প্রতিটি দেশের দলীয় ব্যবস্থা কিন্তু এক নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাই ভারতের দলীয় ব্যবস্থাও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি : ভারতের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি ছিল না। ১৯৮৫ সালে সংবিধানের ৫২তম সংশোধনী আইনে সর্বপ্রথম ভারতের দলীয় ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া সংসদে পাস করা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে রাজনৈতিক দলের উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) দলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীর বৈচিত্র্য : ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব দেখা যায়। এই বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের জন্য কোনো দল স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে উদ্যোগ হয়। আবার কোনো দল দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

(৩) দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতি : উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সংসদীয় ব্যবস্থায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই কাম্য। কিন্তু ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অথচ ওই ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

(৪) বহুদলীয় ব্যবস্থা : ভারতের বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কারণ এখানে আদর্শের পরিবর্তে জাত-পাত, ধর্ম ও আঞ্চলিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠায় ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহুদলের আবির্ভাব ঘটেছে।

(৫) দলের উৎস : ভারতের দলব্যবস্থার অভিনব বৈশিষ্ট্য হল অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি সৃষ্টির উৎস অভিন্ন। সারা ভারতের প্রায় সব দলের (কমিউনিস্ট পার্টি বাদে) জন্ম কংগ্রেস থেকে হয়েছে। এমনকি জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলির জন্মও কংগ্রেস থেকে হয়েছে।

(৬) দলের একাধিপত্য ও অবসান : স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে একটি মাত্র দলের প্রাধান্য ছিল। ১৯৮৯ সালের পর থেকে ভারতের একটি দলের একাধিপত্যের অবসান ঘটে।

(৭) জোট রাজনীতির প্রবণতা : বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একজোট হয়ে জোটবদ্ধ বা সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রবণতা ভারতীয় দলব্যবস্থার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে জোট সরকার গঠনের হিড়িক পড়ে যায়।

(৮) ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল : ভারতের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার আর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল এবং দলে ব্যক্তি পূজা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বা রাজ্যে কোনো বিশেষ জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বহু রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানেও এরূপ বহু দল আছে।

Scanned with CamScanner

(৯) *বিভিন্ন দলের ভাঙনের প্রবণতা* : বিগত তিন দশক ধরে ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার একটি নতুন বৈশিষ্ট্য হল—রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভাঙনের একটি অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা। যেমন ষাটের দশকে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যায় এবং ১৯৬৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে বিভক্ত হয়ে যায়।

(১০) *ব্যাপক দলত্যাগ* : ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শুধুমাত্র দলগুলির ভাঙনই নয়, দলত্যাগও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে ব্যাপক দলত্যাগ একটা সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়। এর ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থির ও ভারসাম্যহীন করে তোলে।

(১১) *আঞ্চলিক দল* : ভারতীয় দলব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আঞ্চলিক দলের অস্তিত্ব। ব্যাপক সংখ্যক আঞ্চলিক দলের উপস্থিতি ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মাঝেমাঝেই উত্তাল ও অস্থির করে তোলে।

(১২) *ভাষাভিত্তিক দলের অস্তিত্ব* : ভাষাভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি হল ভারতীয় দলব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন—তামিলনাড়ুর ডি. এম. কে., অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গনা প্রজা সমিতি ও মুক্তি মোর্চা, পশ্চিমবঙ্গের গোর্খা লিগ প্রভৃতি।

মন্তব্য : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, ভারতের দলব্যবস্থা র্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে পূর্বোক্ত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক দলে দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, নির্বাচনে কারচুপি, াসনে দলীয় হস্তক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

ভারতে দলব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের দুটি পরিবর্তন হল—(১) জোট রাজনীতির ভব, (২) কর্তৃত্বযুক্ত দল ব্যবস্থার অবসান, (৩) আঞ্চলিক দলগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি এবং) রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ।